স্নাতক পাঠক্রম (B.D.P.)

অনুশীলন পত্র (Assignment) : ডিসেম্বর, ২০১৬ ও জুন, ২০১৭

রাষ্ট্রবিজ্ঞান (Political Science)

ঐচ্ছিক পাঠক্রম (Elective)

প্রথমপত্র (1St Paper : Political Theory and Institutions)

১। যে কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও ২০ x ২= ৪০

ক) রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা প্রদানের সমস্যাগুলি আলোচনা করুন। রাজনীতি অনুীলনের নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে মন্তব্য করুন।

উত্তর ঃ - সাবেকী এবং আধুনিক রাজনীতি চর্চার উভয় সৃষ্টিভঙ্গির প্রতি সমালোচনা মুকর ১৯৬০ এর দশকে যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিটি রাজনীতি চর্চায় ক্রমশ প্রাধান্য বিস্তরা করে তাহল নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। নারী জাতির সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন মুখর আন্দোলনে সীমাবদ্ধতা না থেকে নারিবাদীগণ এযাবৎ কাল পর্যন্ত রাজনীতি চর্চায় সংযুক্ত মূল দৃষ্টিভঙ্গিকেই আক্রমণ করেন। পিসান, মেরি ক্রাফট প্রমুখের রচনা বা ঊনবিংশ শতকে নারীর ভোটাধিকার এবং অন্যান্য সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার আন্দোলনের মধ্যে নারী স্বাধীনতার বিষয়টি উপস্থাপিত হলেও রাজনৈতিক মতাদর্শ হিসেবে নারীবাদী ১৯৬০ এর দশকে এক নতুন তাৎপর্য লাভ করে। ১৯৭০ সালে প্রকাশির Kate Millett এর Sexual politics গ্রন্থে নারী-পুরুষ সম্পর্ককে রাজনৈতিক প্রাধান্য বলে অভিহিত করা হয়।

নারীবাদী ধারা ঃ- উদারনৈতিক নারীবাদ, বৈপ্লবীক নারীবাদ, মার্কসীয় নারীবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন ধারা নারীবাদী বক্তব্যের মধ্যে গড়ে উঠলেও কতকগুলি এব্যাপারে ঐক্যমত্য দেখা যায়। সেগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল।

রাজনীতির সংজ্ঞা পরিবর্তন ঃ - নারীবাদী রাজনীতির প্রচলিত সংজ্ঞা পরিবর্তনে পক্ষপাতি। প্রচলিত সংজ্ঞানুযায়ী রাজনীতির আলোচ্য বিষয় হল রাষ্ট্র, রাষ্ট্রীয় সংস্থা সমূহ ইত্যাদি যা সার্বজনীন ক্ষেত্র বলে বিবেচিত। কিন্তু নারীবাদীগণ এর বিরোধী। তাদের মতে, রাজনীতি শুধুমাত্র সার্বজনীন ক্ষেত্রেই নয় ব্যক্তিগত ক্ষেত্রেও পরিব্যপ্ত। রাজনীতি হল ক্ষমতার সম্পর্ক যা যেকোন সামাজিক প্রতিষ্ঠানেই বিদ্যমান। নারীকে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে তথা গৃহকর্ম, সন্তান প্রজনন, প্রতিপালনের মধ্যে আটকে না রেখে সর্বজনীন ক্ষেত্রে কোন শিক্ষা, চাকুরী, রাজনীতি, শিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রেও পুরুষের সমাজ অংশীদার হওয়া উচিৎ। ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে কাজগুলির অধিকাংশই স্বামী স্ত্রী উভয়ে সমানভাবে অথবা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় সম্পাদিত হওয়া উচিৎ।

লিঙ্গ রাজনীতি ঃ- নারীবাদের প্রবক্তাগণ শ্রেণি রাজনীতির ন্যায় লিঙ্গ রাজনীতির প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। প্রচলিত রাজনীতি চর্চায় নারীর অবস্থানের বিষয়টি অনুপস্থিত। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ অন্যান্য সংস্থাতেও পুরুষের প্রাধান্যই বজায় থাকে। পরিবারের ন্যায় রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাও পিতৃতান্ত্রিক। এই পিতৃতান্ত্রিক দুটি নীথি কাজ করে (১) পুরুষগণ নারীদের উপর কর্তৃত্ব করে, (২) বয়ঃজ্যেষ্ঠরা কনিষ্ঠদের উপর কর্তৃত্ব করে। এভাবে পিতৃতান্ত্রিক এক লিঙ্গ ভিত্তিক স্তর বিন্যাসের জন্ম দেয়। এই পুরুষতন্ত্রের উদ্ভবের কারণ সময় কিভাবে এর অবসান ঘটবে সে সম্পর্কে অবশ্য নারীবাদীদের মধ্যে মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

নারী-পুরুষের পার্থক্য ঃ- সমাজে নারী পুরুষের পার্থ্যককে সাধারণতঃ প্রকৃতিবিজ্ঞানের দ্বারা পূর্বনির্দ্ধারিত বলে ব্যাখ্যা করা হয়। এবং এটাও বলা যায় যে, সমাজে নারী ও পুরুষের ভুমিকা প্রকৃতি দ্বারাই নির্ধারিত, নারীরা শারিরীক দিক থেকে দুর্বল বলে নারী গৃহকর্মের মধ্যেই আবদ্ধ থাকবে। অপরদিকে, শারিরীক দিক থেকে সবল বলে পুরুষ যুদ্ধবিগ্রহ, অর্থনৈতিক কার্যসম্পদন, সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রভৃতি বিষয়ে যুক্ত থাকবে। কিন্তু নারীবাদে নারী ও পুরুষের এই তথাকথিত প্রজাতিপ্রদত্ত ভূমিকাকে অস্বীকার করা হয়। এ ব্যাপারে নারীবাদী গণ যৌন ও লিঙ্গ এই দুটি ব্যাপারে পার্থক্য করেন। সাথো দ্যা ব্যভিয়ার মন্তব্য করেন, নারী হয়ে কেউ জন্মায় না, কেউ কেউ নারী হয়ে ওঠে। ফলে সাহস, দক্ষতা অধিগ্রাহী প্রভৃতি গুণগুলি থেকে নারী বঞ্চিত হয়, পুরুষ ও সহনশীলতা, ধৈর্য্য আবেগ প্রভৃতি গুণগুলি থেকে বঞ্চিত হয়।

রাজনীতির লক্ষ্য নিয়ে মতভেদ ঃ - রাজনীতির লক্ষ্য সম্পর্কে অবশ্য নারীবাদি তাত্ত্বিকগণ একমত পোষন করেন না। উদারনৈতিক নারীবাদীগণ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী। আর এক গোষ্ঠী রয়েছেন যারা নারী পুরুষের সমানাধিকারের পরিবর্তে চান মানুষ হিসেবে প্রত্যেকের বিকাশ, যেখানে লিঙ্গভিত্তিক সমাজ ও সামাজিক ভুমিকার পৃথকীকরণ ঘটবে না। অপরদিকে আর একদল তাত্ত্বিক রয়েছেন যারা পুরুষ ও নারীর প্রজাতগত বিভাজনকে মেনে নিয়ে নারী হিসেবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। এসবের মতে পুরুষের আধিকারিকগুলি রপ্তকরা, পুরুষের মতো হয়ে ওঠা আসলে পুরুষতান্ত্রিক সমাজকেই পরোক্ষভাবে মেনে নেওয়া। এর মানে নারী সত্ত্বার বিলোপ ঘটে এ্যাটকিলসন বা সুশাসন ব্রাউন মিলার এত মত তাত্ত্বিকের বক্তব্য হল, নারীবাদ হল তত্ত্ব সমকজামিতা তার প্রয়োগ। গৃহকর্ম সম্পাদনের মধ্য দিয়ে নারী প্রতিদিন যথাসময়ে শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা নিয়ে স্বামী তথা শ্রমিককে কর্মক্ষেত্রে পাঠায়। স্বামীর পক্ষেও একটা ভালো চাকুরী, অত্যন্ত দরকার হয়ে পড়ে স্ত্রী ও সন্তানের জন্য। এভাবেই পুঁজিবাদী সমাজ তথা অর্থণৈতিক দক্ষতাকে ধরে রাখে। সুতরাং, পুঁজিবাদীর ধ্বংস না হলে নারী মুক্তিও সম্ভবপর নয়। একারণে সমাজতান্ত্রিক নারীবাদীগণ লিঙ্গ ও শ্রেণি উভয় শোষন থেকেই মুক্ত, সমাজ গড়ে তোলা পক্ষপাতি।

তীব্রতাহ্রাস ঃ - ১৯৮০-র দশক থেকে নারীবাদী আন্দোলনের তীব্রতা হ্রাস পেতে থাকে। (১) লক্ষ্যমাত্রার ভিন্নতা, (২) রক্ষণশীলবাদের উদ্ভব তথা সমাজ শৃঙ্খলা, নারীর ঐতিহ্যগত ভুমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ, (৩) নারীবাদী আন্দোলনের মূল লক্ষ্যগুলির অধিকাংশই পূরণ হওয়ায় নারীবাদী আন্দোলনের তীব্রতা ৭০-এর দশকের তুলনায় পরবর্তী দশকগুলিতে উন্মত্ত দেশগুলিতে হ্রাস পেলেও পিতৃতান্ত্রিক সমাজ যতদিন থাকবে নারী-পুরুষ সম্পর্কের পূর্ণমূল্যায়নের প্রশ্নটিও থেকে যাবে।

Edition 2017

গ) সার্বভৌমিকতা সম্পর্কে একত্ববাদী তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করুন। একত্বাদী ত্ত্বের বিরুদ্ধে উত্থাপিত বহুত্ববাদী অভিযোগগুলি বিবৃত করুন।

উত্তর ঃ- **একাত্ববাদী তত্ত্ব ঃ-** জ্যাঁ বোঁদা, টমাস হবস, জন অস্টিন, প্রমুখ দার্শনিকদের দ্বারা পুষ্ট সার্বভৌমিকতা সম্পর্কিত একাত্ববাদী চিরায়ত একাত্ববাদী তত্ত্ব নামে পরিচিত। ১৮৩০ সালে প্রকাশিত Leclvires in Jurisprudence গ্রন্থে অস্টিন সার্বভৌমিকরা সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও পরিধি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। অস্টিনের সংজ্ঞানুযায়ী 'যদি কোনো সুনির্দিষ্ট উর্দ্ধতন ব্যক্তি অপর কোনো সুদ্যশ্য উর্দ্ধতনের প্রতি আনুগত্য স্বীকার না করে সমাজের অধিকাংশের স্বভাবজাত আনুগত্য আদায় করে তাহলে উক্ত সমাজে ঐ নির্দিষ্ট ব্যক্তি হল সার্বভৌম এবং উক্ত সারভৌম ক্ষমতা সম্পন্ন সমাজ রাজনৈতিক ও স্বাধীন সমাজ।' সার্বভৌমিকতা যেহেতু চরম, চূড়ান্ত, অভিভাজ্য তথা এক এবং এই ক্ষমতা শুধুমাত্র রাষ্ট্রের হাতেই ন্যস্ত, সেহেতু এই তত্ত্বকে একাত্ববাদী তত্ত্ব হিসেবে উল্লেখ করা হয়। এই ক্ষমতাবলে রাষ্ট্র তার ভৌগলিক সীমার মধ্যেকার সকল ব্যক্তি ও সংগঠনের কাছ থেকে আনুগত্য আদায় করে, কিন্তু অপর কোন কর্তৃপক্ষের কাছে আনুগত্য দেখায় না। সার্বভৌমের আদর্শেই যেহেতু

আইন, সেহেতু প্রত্যেক রাষ্ট্রীয় নির্দেশ বা আইন মানতে বাধ্য। মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্রের কাঠামোয় ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, চার্চ ও রাষ্ট্রের মধ্যে প্রাধিকারের প্রশ্নে বিরোধ, পুঁজিবাদের উদ্ভব এবং তার বিকাশ ও রক্ষায় রাষ্ট্রীয় শক্তির সহায়ক এবং সর্বোপরি নির্দিষ্ট ভৌগলিক সীমাযুক্ত, ভারতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভ এই প্রকাত্ববাদী রচনার প্রেক্ষাপট তৈরী করে।

বহুত্বাদী সমালোচনা ঃ - সার্বভৌমিকতা সম্পর্কে একাত্ববাদী তত্ত্বের বিরুদ্ধবাদী তত্ত্বটি হল সীমাবদ্ধ সার্বভৌমিকতার তত্ত্ব। রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা চরম, অবিভাজ্য ও অবাধ্য বলে যে দাবী একাত্ববাদীরা করে থাকেন, তারই প্রতিবাদস্বরূপ এই তত্ত্বের উদ্ভব। তবে এই তত্ত্বটি ও সমালিচানর উর্দ্ধ নয়।

প্রথমত ঃ ধারনার পৃথকীকরণ নেই ঃ- গেটেল তার মতে বহুত্বাবদে আইনগত এবং নৈতিক ধারনার মধ্যে পৃথকীকরণ করা হয়নি। রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতার ধারনা নৈতিক ধারনা নয়। সমাজের অন্যান্য সংগঠনগুলির ক্ষমতা ও স্বাধীকার নৈতিকভাবে সমর্থিত হলেও আইনগত ভাবে সমর্থনযোগ্য নয়।

দ্বিতীয়তঃ বিরোধ মীমাংসা ঃ- গেটেল আরো বলেন, সমাজে বিভিন্ন সংগঠনগুলির মধ্যেকার বিরোধ মীমাংসা করার জন্য অধিকতর কোনো সংস্থার প্রয়োজন। বহুত্ববাদীগণ এই ক্ষমতা রাষ্ট্রকে অর্পণ করে। কিন্তু রাষ্ট্রকে এ ধরণের কাজ সম্পাদন করতে হলে অন্যান্য সংঘের তুলনায় অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন হতে হবে।

তৃতীয়ত ঃ রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি ঃ - ফ্রান্সিস কোকার মনে করেন যে, বহুত্বাবদীদের বক্তব্য অনুযায়ি ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত দিলেই ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ সম্ভবপর হবে। কিন্তু এরফলে অরাজক অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনাও থেকে যায়।

চতুর্থত ঃ স্ব বিরোধিতা ঃ- বহুতত্ববাদিদের তত্ত্বে স্ববিরোধীতা লক্ষ্য করা যায়। বহুত্ববাদীগণ ব্যক্তি আচরনের নিয়ন্ত্রনের জন্য আইনের প্রয়োজনকে স্বীকার করেন অথচ আইন প্রনয়নকারী সংস্থা হিসেবে রাষ্ট্রের গুরুত্বকে অস্বীকার করেন। বহুজাতিক সমাজে একই ধরনের আইন না থাকলে এবং আইনের উৎসমুখ এক না হলে পরস্পর বিরোধিতা দেখা দেবে।

পঞ্চমতঃ শাসক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা ঃ ল্যাস্কির মতে, শাসক শ্রেণির স্বার্থরক্ষাই হেযেতু রাষ্ট্রের অন্যতম বিবেচ্য বিষয় সেহেতু রাষ্ট্রকে অবিভাজ্য ও অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতার দাবী করতে হয়।

বহুতত্ত্ববাদের এতসব সমালোচনা স্বত্ত্বেও তার গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। ল্যাস্কি বহুত্ববাদের কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ অবদানের উল্লেখ করেন। যথা -

১) রাষ্ট্র সম্পর্কে শুষ্ক আইনের কোন তত্ত্বই যে রাষ্ট্রের ব্যাখ্যার জন্য যথেষ্ট নয়, বহুত্ববাদ তা তুলে ধরেছেন।
২) রাষ্ট্র আইনগতভাবে হলেও নৈতিক অধিকার ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার কারনে অন্যান্য সংঘের তুলনায় বেশী আনুগত্য দাবী করতে পারে না।
৩) রাষ্ট্রের ধারনা মূলত একটি ক্ষমতার ধারনা সুতরাং নৈতিক দিক থেকে তা সমর্থন যোগ্য নয়।

২। যে কোনো তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও   ১২ x ৩= ৩৬

ক) রাজনীতির অনুশীলনে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে এক টি টিকা লিখুন।

উঃ– সমাজবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ন শাখা হিসাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার ক্ষেত্রে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি হল একটি আধুনিক ও গুরুত্বপূর্ন দৃষ্টিভঙ্গি। এই দৃষ্টিভঙ্গি সমাজের প্রেক্ষাপটে রাজনীতির আলোচনা করে। মার্কসবাদী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সমাজবিকাশের ধারাকে ব্যাখ্যা করে। মার্কসবাদী হল এই বিশ্ব সংসার এবং তার অংশ স্বরূপ মানব সমাজ সম্পর্কে একটি সাধারন সামগ্রিক তত্ত্ব।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনায় মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি সমাজের উপরি কাঠামোর অন্যতম অঙ্গ হিসেবে রাষ্ট্র ও তার বিভিন্ন সংগঠন ও কার্যাবলী নিয়ে আলোচনা করে। লেনিনের মতানুসারে রাজনীতি হল শ্রেনীসমূহের মধ্যেকার সম্পর্ক। রাজনীতি রাষ্ট্রের ব্যাপারে অংশগ্রহন, রাষ্ট্র পরিচালনা এবং রাষ্ট্রের কার্যকলাপের রূপ, উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু নির্ধারন, বিভিন্ন জাতি ও রাষ্ট্রের সম্পর্কও রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনায় মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি পর্যালোচনা করলে কয়েকটি দিক পরিস্ফুট হয়। মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে হেউড রাজনীতিটার প্রথম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি বলে অভিহিত করেছেন। মার্কসবাদ শব্দটি কার্ল মার্কস এর মৃত্যুর পর ব্যবহৃত হয়েছে কার্ল মার্কস ও তার সহযোগী বন্ধু ফ্রেডরিক এঙ্গেলস-এর অনুসৃত তত্ত্ব আলোচনায়।পরবর্তীকালে এই মতবাদ আলোচিত, অনুসৃত এবং সমৃদ্ধ হয়েছে বহু ব্যক্তির দ্বারা। যাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন লেনিন, গ্রাসমি ও ট্রটস্কি প্রমুখ। বিংশ শতকে বিশের দশকে পরবর্তী পর্যায়ে একদিকে যেমন শোভয়েত রাশিয়ার মার্কসবাদের মূল সূত্রগুলিকে চিহ্নিতকরণের প্রয়াস শুরু হয় এবং মার্কস - এঙ্গেলস – লেনিন বাদে প্রবক্তা বিরোধী বক্তব্য সংশোধনবাদী প্রতিক্রিয়াশীল বলে বাতিল করা হয়। অপরদিকে প্রায় প্রত্যেক তাত্ত্বিকই নিজস্ব ধাঁচে এবং এঙ্গেলসের রচনাকে ব্যবহার করে মার্কসবাদের বিভিন্ন ধারার সৃষ্টি করেন।

মার্কস এবং এঙ্গেলসের বক্তব্যকে নিজের মত করে বানিয়ে নিয়ে মার্কসবাদের বিভিন্ ধারার সৃষ্টির অন্যতম কারণ হল রাজনীতি সম্পর্কে মার্কসের কোনো সুনির্দিষ্ট, সুবিন্যস্ত তত্ত্বের অভাব। রাজনীতি যেহেতু সমাজেরই এক ব্যবস্থাপনা তাই সমাজ বিশ্লষণে রাজনীতি প্রসঙ্গটি বারবার এসেছে। ব্যক্তি তথা সমাজজীবনে এই সামগ্রিকতার প্রেক্ষাপটেই মার্কস রাজনীতির বিশ্লেষণ করেছেন। সর্বোপরি মার্কস রাজনীতির বিশ্লেষণ করেছেন সমাজবিজ্ঞানের প্রেক্ষাপটে, বিদ্বমান সমাজ কাঠামোর বিশ্লেষণের মধ্যেই তিনি এই আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখেন নি।

কার্ল মার্কস রাজনীতিকে দেখেছেন ক্ষমতা বা প্রাধান্যের সমার্থক হিসেবে। রাজনীতি হল সেই প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একটি শ্রেণী গোটা সমাজ জীবনের উপর ক্ষমতা তথা প্রাধান্য বজায় রাখে। মার্কসীয় তত্ত্বে ক্ষমতার ধারণাটি যেহেতু শ্রেণীধারণার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, সেহেতু শ্রেণীর উদ্ভবের সঙ্গে রাজনীতির উদ্ভব। উদারনীতিবাদী তত্ত্বে এই মত পোষণ করা হয় যে, রাষ্ট্র কর্তৃক ব্যবহৃত বলপ্রয়োগে যথাযথ বৈধ, কারণ রাষ্ট্র সামগ্রিকভাবে সমাজের সকলের অথবা অন্ততপক্ষে সংখ্যাধিক জনের জন্য গঠিত একটি প্রতিষ্ঠান। মার্কসের মতে আদিম সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং সমাজ স্বার্থের মধ্যে কোন সংঘাত ছিল না। আদিম সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তি স্বার্থকে কেন্দ্র করে যে দ্বন্দ্ব দেখা দিত তা সামগ্রিক ভাবেই মোকাবিলা করে হত কোন সমাজের প্রত্যেকের প্রত্যক্ষ ভাবে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে। এককথায় ব্যক্তিগত সম্পত্তি উদ্ভবের সঙ্গে শ্রেণীর উদ্ভব এবং শ্রেণীর উদ্ভবকে কেন্দ্র করে শমিক শ্রেণীকে শোষণ ও নিয়ন্ত্রণ রাখার জন্য মালিক শ্রেণির শোষণ যন্ত্র হিসেবে রাষ্টের উদ্ভব। বস্তুত মার্কসবাদ রাজনীতিকে সমাজ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে ব্যাখ্যা করেন নি। এই মতবাদে সমাজ জীবনকে একটি অখন্ড সমগ্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই সমাজ জীবনের প্রকৃতি এবং পরিবর্তন ব্যাখ্যা সম্পর্কিত মার্কসের বক্তব্যকে মার্কস পরবর্তী মার্কসবাদী তাত্ত্বিকগণ বিশেষত এঙ্গেলস এবং প্লেখাল ও শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে প্রকাশ করতে গিয়ে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ, শব্দটি ব্যবহার করেন। একে মার্কসবাদের মূল তাত্ত্বিক ও দার্শনিক ভিত্তি বলে গণ্য করা হয়।

মার্কসবাদীরা মনে করেন যে, বস্তুপ্রকৃতি ও সত্ত্বার বাস্তব অস্তিত্ব আছে। আমাদের চৈতন্যের বাইরে স্বতন্ত্রভাবে এর অবস্থান। আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে বিকাশের প্রক্রিয়াকে দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া বলে। সুতরাং কোন বস্তু বা ঘটনাকে বুঝতে গেলে এর প্রকৃতি যে পরিবর্তনশীল তা উপলব্ধি করা প্রয়োজন। এই তত্ত্ব মনে করে যে মানব জীবনের অস্তিত্বের জন্য প্রথমে প্রয়োজন খাদ্য, বস্ত্র , বাসস্থান। মানুষ যা ভোগ করে সবকিছু অন্য প্রাণীর মত প্রকৃতে থেকে সরাসরি পাওয়া যায় না। উৎপাদন করতে গিয়ে তারা দৈহিক অথবা মানসিক শ্রমের মাধ্যমে প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদকে ভৌগ্য বস্তুতে রূপান্তরিত করে।

Edition 2017

মার্কসবাদের ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সাহায্যে বৈজ্ঞানিকভাবে মানব সক্মাজে ক্রমবিবর্তনের ধারাকে ব্যাখ্যা করা হয়। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের অংশবিশেষ। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ অনুসারে জগত প্রকৃতিগত ভাবেই বস্তু বা পদার্থ। জগতে প্রত্যেক বস্তু পরস্পরে উপর নির্ভরশীল। এই বস্তুজগত পরিবর্তনশীল ও গতিময়।

অর্থনৈতিক কাঠামোকে সমাজের ভিত্তি হিসেবে এবং রাজনৈতিক কাঠামো এবং প্রক্রিয়াকে উপরিকাঠামো হিসেবে উল্লেখ করায় মার্কসীয় দৃষ্টি ভঙ্গিকে অর্থনৈতিক নিয়তবাদী দৃষ্টভঙ্গি হিসেবে সমালোচনা করা হয়। মার্কসবাদী তত্ত্বকে এভাবে ব্যাখ্যা করা আসলে মার্ক্সবাদের দ্বান্দ্বিক উপলব্ধি করতে অসমর্থ হওয়া। The Eighteenth Brumaire of Lousi Bonaparte গ্রন্থে কার্ল মার্কস এবং এঙ্গেলস রাষ্ট্রকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি হিসেবে না দেখে রাষ্ট্রের আপেক্ষি ক স্বাতন্ত্রের কথা বলেন।

ঘ) সর্বোদয় সম্পর্কে গান্ধি-ভাবনার বিস্তারিত আলোচনা করুন।

সর্ব এবং উদয় এই দুটি শব্দের সমন্বয়েই সর্বোদয় শব্দটি গঠিত। সর্বোদয় ভাবনাটি মূলতঃ গান্ধীজীর। জন রাস্কিনের Untothis lart টি হল এর প্রেরণা। কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা শ্রেণির কল্যাণ নয়। সবোদয় সমাজ বলতে গান্ধীজী এক শোষনহীন, বিদ্বেষহীন, শ্রেণীহীন সুখী সমাজের কথাই বলেছেন। যা সমস্ত প্রকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক বন্ধনে থেকে মুক্ত।

নীতি ঃ - এর মূল নীতি হল সকলের তরে সকলের আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে। সবোদয় লক্ষ্য হল দেশের মধ্যে এক সুউচ্চ নৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করা। সর্বোদয় আত্মত্যাগে বিশ্বাসী। আত্মসুখের পরিবর্তে অপরের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যই প্রত্যেকের আদর্শ। গান্ধীজী সর্বোদয় বলতে এরকমই বুঝিয়েছেন যে -

i) সকলের ভালতেই নিজের ভাল
ii) উকিল ও নাপিতের কাজের মূল্য একই হওয়া উচিৎ।
iii) সাধারণ মজুর ও কৃষকের জীবনই আদর্শ জীবন।

প্রচলিত রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিরূপ ঃ– প্রচলিত রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতি গান্ধীজী ছিলেন বিরূপ। তিনি মনে করতেন রাষ্ট্রের সর্বভৌম ক্ষমতা সংগঠিত হিংসার প্রকাশ ছাড়া কিছুই নয়, এর কোনো নৈতিক ভিত্তি নেই। তার মতে, ব্যক্তির সমাজের কাছে দায়বদ্ধতা এবং নিজ নৈতিক সত্তরা কাছে দায়বদ্ধতা রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের থেকে অনেক বেশী মূল্যবান।

গণতন্ত্র ঃ- গণসার্বভৌমিকতায় বিশ্বাসী গান্ধীজীর কাছে গণতন্ত্র শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন নয়। তার কাছে গণতন্ত্র হল এক জীবনধারা যা মানবিক মূল্যবোধ, মনুষ্যত্ব ও চরিত্র গঠনের এক ব্যাপক ধারণা। সেই কারনে সর্বোদয় দর্শন পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক দলীয় শাসন ব্যবস্থার বিরোধী যা জনগণকে এক নৈতিকতা বা ক্ষমতালোভের পাঙ্কল আবর্তে নিক্ষেপ করে। গান্ধীজী তাই রাষ্ট্রশক্তি নয় নির্ভর করতে চেয়েছেন জনশক্তির উপর।

অসম্যের অবসান ঃ- গান্ধীজী সর্বোদয় সত্য ও অহিংসার পথে গঠনমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে অসাক্ষ্যের অবসান করতে চায়। তিনি একটি এমন এক অর্থ ব্যবস্থা চেয়েছিলেন যেখানে সাধারণের স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ থাকবে এবং তাদেরকে শিল্পায়ন সম্পর্কে গাণিত্যের ধারনা ছিল নেতিবাচক। কারণ তিনি মনে করতেন, যন্ত্র মানুষের ব্যক্তি সত্তা ও সুকুমার বৃত্তি মসূহকে ধ্বংস করে। যন্ত্র শ্রম বাঁচায় ঠিকই, তবে সবার শ্রম বাঁচিয়ে কিভাবে সবাইকে সুখী করা যায় সে ভাবনা তার নেই।

গ্রাম স্বরাজ ঃ - গান্ধীজীর নির্দেশীত পথ হল 'গ্রাম স্বরাজ'। গ্রাম হল ভারতীয় সমাজ জীবনের প্রাণকেন্দ্র। যাবতীয় সংকীর্ণতা আঞ্চলিকতা, ধর্মান্ধতা মুক্ত হয়ে গ্রামবাসীরা প্রতিষ্ঠা করবে স্বায়ত্ত শাসন। তারা নিজেরাই গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যের নির্বাচন করবে, তবে তা হবে দলীয় রাজনীতিতে যুক্ত। উপর থেকে বা বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া কোনও শাসন নয়। সর্বোদয় সমাজ গঠনের জন্য চাই সত্য, ত্যাগ, সেবা ও কর্মের আদর্শে নিবেদিত কর্মী যারা জাতিকে বুনিয়াদ থেকে উপর পর্যন্ত গড়ে তোলার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়বে, কারোর জন্য অপেক্ষা না করে।

এভাবেই গান্ধীজীর চিন্তাধারায় যত না রাজনৈতিক আদর্শের সন্ধান পাওয়া যায় তার থেকেও সামাজিক ও নৈতিক আদর্শের অধিক্যই বেশী।

ঙ)আধুনিক রাষ্টে বিচার বিভাগের কার্যাবলীর একটি রূপরেখা দিন।

উঃ - ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলেও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মত এখানে দ্বৈত বিচার ব্যবস্থার পরিবর্তে অখন্ড বিচার ব্যবসথা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভারতের সুপ্রিম কোর্ট হল দেশের সর্ব্বোচ্চ আদালত। বিভিন্ন অঙ্গ রাজ্যের সর্বোচ্চ আদালত হাইকোর্টগুলিকে সুপ্রিম কোর্টের অদীনে থেকে বিচার কার্য সম্পাদন করতে হয়। আবার হাইকোর্টের অধীনে বিভিন্ন প্রকার দেওয়ানী ও পৌজদারী অধস্তন আদালত সমূহ রয়েছে।

ভারতের বিচার ব্যবসথা হল এক ও অখন্ড। সংবিধানে বিচার ব্যবস্থাকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথক রাখা হয়েছে। ভারতের বিচার ব্যবস্থার চরম প্রাধান্য অস্বীকৃত। সমগ্র ভারতে একই দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন প্রচলিত আছে এবং বিচারালয় ওই আইনের সাহায্যে বিচারকার্য সম্পন্ন করে। তবে হিন্দু- মুসলমানদের জন্য আলদা দেওয়ানী আইন রয়েছে।

যে কোনো রাজনৈতিক ব্যবসথার বিচার বিভাগের কাজকর্মের পরিধি বিশেষীকরণের মাত্রার উপর নির্ভর করে। অধ্যাপক বল বিচার বিভেগের চারটি নির্দিষ্ট কাজের কথা বলেছেন —

(১) বিচার বিভাগীয় সমীক্ষা ও সংবিধানের ব্যাখ্যা।
(২) রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মধ্যস্থতা।
(৩) প্রচলিত ব্যবস্থাকে সমর্থন যোগানো।
(৪) ব্যক্তির অধিকার সংরক্ষণ।

Edition 2017

বিচার বিভাগীয় সমীক্ষা আদালতের একটি বড় দায়িত্ব। এই ক্ষ মতার ফলে বিচার বিভাগ যেকোনো আইন ও সরকারী সিদ্ধান্তকে বাতিল করে দিতে পারে। আইন বিভাগ যদি এমন আইন তৈরী বা শাসন বিভাগ এমন কোনো আদেশ জারী করে যা সংবিধান বিরোধি, তা হলে সেই আইনকে বাতিল করার যে ক্ষ মতা বিচার বিভাগের হাতে আছে তাকে বিচার বিভাগীয় সমীক্ষার অধিকার বলে। এই বিশেষ ক্ষ মতার বলেই বিচার বিভাগ সংবিধানের রক্ষাক ও ব্যখ্যাকর্তা হিসেবে কাজ করে। সংবিধান ব্যাখ্যার মাধ্যমে বিচার বিভাগ কোনো আইনের বৈধতাও বিচার করতে পারে। কোনো মামলার সাথে আইনের ব্যাখ্যা যুক্ত থাকলে আইনের প্রকৃতি প্রসঙ্গে অদালত তার অভিমত ব্যক্ত করতে পারে। আদালত আইনের বৈধতা বিচারের মাধ্যমে বিচার্য আইনকে ।সাংবিধানিক বলে ঘোষণা করতে পারে। আদালতের এই সংবিধান ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। বিভীন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিচার বিভাগ বিভিন্ন রকম বিরোধের মীমাংসা করে। সরকারের অন্য দুটি বিভাগ শাসন ও আইন বিভাগের মধ্যে সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। সাংবিধানিক আদালত এই বিরোধের মীমাংসা করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষে ত্রে সুপ্রিম কোর্ট কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। অ্যালান বল বলেন যে একথা সত্যি নয় যে সাংবিধানিক আদালতের সিদ্ধান্ত সবসময় কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্যাকে সম্প্রসারিত করেছে। আবার এই ধারণাও ঠিক নয় যে, শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের মধ্যে দ্বন্দ্বে সাংবিধানিক আদালত শাসন বিভাগের অনুকূলে রায় দেয়। অধ্যাপক বলের মতে, বিংশ শতাব্দীর শক্তিশালী ও জটিল ক্ষমতা জাতীয় সরকারের হাতে তুলে দেওয়ার যে আন্দোলন হয়েছে ., সাংবিধানিক

আদাতল রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অঙ্গ হিসাবে সেই আন্দোলনে নিজেকে যুক্ত করেছে। এইভাবেই একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে সাংবিধানিক আদালত নিজের ভূমিকাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। প্রচলিত ব্যবস্থার সমর্থন যোগানোর বিষয়টি নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থার রাজনৈতিক সংস্কৃতির উপর রাজনৈতিক ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিচার বিভাগের অন্যতম কর্তব্য হল প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে সংরক্ষণ করা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানীও ভারতবর্ষের বিচার বিভাগ সংবিধানের মাধ্যমে সাধারণত কেন্দ্রীয় সরকারের হাত শক্তিশালী করেছে।

সমস্ত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিচার বিভাগ নাগরিক অধিকারের রক্ষাকর্তা হিসেবে কাজ করে। আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের অনাবশ্যক হস্তক্ষেপ থেকে বিচার বিভাগ জনগণের মৌলিক অধকিার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে। যে দেশে লিখিত সংবিধান আছে সেখানে আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগকে সংবিধানের গভীর মধ্যে থেকে কাজ করতে হয়। সরকার যদি সংবিধানে লিপিবদ্ধ নাগরিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করে তাহলে বিচার বিভাগ সেই অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজে সাহায্য করতে পারে। উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সাংবিধানিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সাংবিধানিক আদলত শক্তিশালী সরকারের স্বৈরাচারী হস্তক্ষেপ থেকে নাগরিক অধিকারকে সইরক্ষণ করতে পারে।

ওপরোক্ত চারটি মূলক্ষেত্রের বাইরেও সাংবিধানিক আদালতের অন্যান্য কার্যাবলী রয়েছে। জরুরী অবস্থা সম্পর্কিত ক্ষমতা প্রয়োগের বিষয়ে রাষ্ট্র প্রধানকে পরামর্শ প্রদান, রাজনৈতিক বিরোধ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সুপ্রিমকোর্ট, হাইকোর্ট, অধঃস্থন আদালত ছাড়াও রয়েছে লোক আদালত, ক্রেতা আদালত।

লোক আদালতঃ— আদালতের বাইরে স্বল্পব্যয়ে শান্তিপূর্ণ ভাবে আপোষ মীমাংসার মানসিকতা নিয়ে বিবাদ নিষ্পত্তির একটি স্বার্থক পদ্ধতি হল লোক আদালত। লোক আদলত বিভিন্ন দেওয়ানী বিবাদের মীমাংসা করতে পারে। লোক আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে অন্য কোন আদালতে আপীল করা যায় না। এই সকল বিবাদের মধ্যে রয়েছে চাকরি সংক্রান্ত বিবাদ, স্বামী –স্ত্রী ও বিবাহ সংক্রান্ত বিবাদ ইত্যাদি। এটি মহারাষ্ট্র, দিল্লীতে চালু হলেও আমাদের পশ্চিমবঙ্গে চালু হয়নি।

ক্রেতা আদালতঃ— উপভোক্তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য ১৯৮৬ সালে ক্রেতা সুরক্ষা আইন পাশ হয়। ২০১১ সালে লোকসভায় ও পাশ হয় ক্রেতা সুরক্ষা আইন ত্রিস্তর বিশিষ্ট ক্রেতা আদলত প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। (১) জেলা আদালত (২) রাজ্য ক্রেতা বিরোধ নিষ্পত্তিকমিশন (৩) জাতীয় ক্রেতা বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন। জম্মু - কাশ্মীর বাদে ভারতবর্ষে ক্রেতা আদালত কার্যকর হয়েছে।

৩। যে কোনো চারটি প্রসঙ্গ নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন (অনধিক ১০০ শব্দে) 6 x 4= 24

খ) জন রলস্ এর চিন্তায় চুক্তিবাদী তত্ত্বের প্রভাব নির্দেশ করুন।

উঃ — রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে চুক্তিবাদী তত্ত্বের আদি নিদর্শন পাওয়া যায় ভারতে মহাভারতে শান্তি পর্বে, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে, বৌদ্ধদর্শনে, প্রাচীন গ্রীসে ও খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতকে তাত্ত্বিক সম্প্রদায়ের মধ্যে। এই সমস্থ বক্তব্যে রাষ্ট্রকে চুক্তির মাধ্যমে সৃষ্ট এক স্বেচ্ছামূলক সংগঠন বলে প্রচার করা হয়। তবে সুনির্দিষ্ট আকারের ও শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে চুক্তিবাদী তত্ত্বের প্রকাশ ঘটে সপ্তদশ - অষ্টাদশ শতকে ইউরোপে টমাস হবস্, জন লক ও জাঁ রুশোর রচনায়। সাম্প্রতিককালে জনরলস এর রচনায় সামাজিকচুক্তি মতবাদটি আলোচিত হয়েছে ব্যক্তিকে রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে।

সাম্প্রতিককালে জন রলস ‘A Theory of Justice 1971’ গ্রন্থে ন্যায়তন্ত্র রচনার ক্ষেত্রে সামাজিকচুক্তি মতবাদের উপর আলোকপাত করেন। রলসের মতে চুক্তির ধারণা অত্যন্ত দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথমত ব্যক্তির কাছে সমাজশৃঙ্খলার বিষয়টি অত্যন্ত গুরিত্বপূর্ণ। দ্বিতীয়ত চুক্তির ধারণা এমন এক কল্প পরিস্থিতি এর কথা বলে যেখানে ব্যক্তি কোন ধরনের সমাজে বাস করবে। ন্যায়তত্ত্বের স্বরূপ নির্ণয়ে রলস তাই চুক্তিবাদীদের মত মানুষকে এক কল্প অবস্থায় দাঁড় করায় যা ব্যক্তির মৌলিক অবস্থান অর্থাৎ যেখান থেকেই তার যাত্রাপথ শুরু। রলস চুক্তিবাদীদের মত ব্যক্তির এই মৌলিক অবস্থানকে অজ্ঞতার পর্দার আড়ালে অবস্থান বলে মনে করেন। এমতাবস্থায় ব্যক্তিকে কতগুলি সাধারণনীতি অনুসরণ করেই সঠিক সমাজ বাছাই করতে হবে কারণ যদি এই বাছাইকরণ সঠিক না হয় তাহলে তাকে এবং বংশানুক্রমিকভাবে তার পরিবারবর্গকে এর ফল ভোগ করতে হবে।

ব্যক্তির তার মৌলিক অবস্থায় কিভাবে তার পছন্দ জানায় সেসম্পর্কে রলস বিস্তারিত আলোচিত করেন। রলস যে সমাজব্যবস্থার কথা বলেছেন তা মূলত দুটি ভিন্নসূত্রের দ্বারা পরিচালিত। এক, সবার জন্য যে ব্যাপক স্বাধীনতার কথা বলা হয় সেই স্বাধীনতার ব্যাপারে প্রত্যেক ব্যক্তি সমান অর্থাৎ যা ব্যক্তির উন্নয়নের জন্য অপরিহার্যতা প্রতিটি ব্যক্তির জন্য উন্মুক্ত থাকা উচিত।

জনরলসএর দ্বিতীয় সূত্রটি হল অসাম্যের নীতি। জনরলস সমাজে সম অধিকারের কথা বললেও সমাজে বৈষম্যকে অস্বীকার করেননি। কিন্তু সামাজিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই বৈষম্য দুটি ভিন্ন নীতির দ্বারা পরিচালিত হবে। প্রথমত, সমাজে অসাম্য এমনভাবে বিন্যস্থ হবে যাতে সমাজের সর্বাপেক্ষা কম সুবিধাভোগী সর্বাপেক্ষা বেশী লাভবান হয়। দ্বিতীযত, এই অসাম্য একমাত্র কোন পদ বা অবস্থানের সঙ্গে জড়িত থাকবে এবং প্রত্যেকের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

ঙ) ‘গিল্ড সমাজতন্ত্র’ কী ?

উত্তর ঃ- গিল্ড সমাজবাদের নীতিসমূহ হল

i) Functional Democracy -র নীতি ঃ– কোল এই নীতি শিল্প এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার সমস্যার সমাধান হিসেবে ব্যবহার করেছেন। সকল গিল্ড সমাজবাদীরা অবশ্য এই নীতি গ্রহণ করেন না।

এই নীতিকে ব্যাখ্যা করে এভাবে বলা যায় যে, একজন ব্যক্তি দ্বারা অন্য একজন ব্যক্তির প্রতিনিধিত্ব করা সম্ভব নয়। সেজন্য অতীতের সর্ব তথাকথিত প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠাই আসলে কিন্তু কার্যকরী ছিল না। কিন্তু একজন মানুষ তার প্রতিবেশীদের কিছু সাধারণ উদ্দেশ্য তুলে ধরতেই পারেন।

সাধারণ উদ্দেশ্যের অন্তর্গত রাজনৈতিক স্বার্থ ছাড়াও আছে নিরাপত্তা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমাজ, অর্থনীতি, সংস্কৃতিক ইত্যাদি সমস্ত স্বার্থ।

ii) রাষ্ট্রের মালিকানার নীতি ঃ- গিল্ড সমাজবাদ এর সাথে একানে সংহতিবাসের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু এই ধরনের ভাবনাকেও প্রশ্রয় দেওয়া উচিৎ নয় যে, ভারতীয় করনের মাধ্যমে সবধরনের শিল্প সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

চ) দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার বিপক্ষে যুক্তি দিন।

উত্তর ঃ- সাংগঠনিক বিচারে আইনসভা দু’ধরনের হতে পারে। এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা এবং দু’কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা। বর্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের আইসভাই দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট। Modern politics and Government গ্রন্থে অ্যানাল বল বলেছেন, ‘‘Most Modern assembiles have two chambers, The mast prominent exeeption being Newteland.....Denmark ....Sweden’’ দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার বিপক্ষে বিভিন্ন যুক্তির অবতারণা করা হয়ে থাকে। উচ্চপরিষদের স্বপক্ষে প্রদর্শিত যুক্তিগুলি সর্বাংশ সত্য নয়। উপরোউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে গিয়ে বেন্থাস, ফ্রাঙ্কলিন প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর নাম উল্লেখযোগ্য।

ক) অনাবশ্যক ঃ - সুচিন্তিত আইনের জন্য দ্বিতীয় পরিষদ আবশ্যক। অন্যথায় অবিবেচনা প্রসূত আইন প্রণীত হতেপারে বলে যে যুক্তি দেখানো হয়, তা অভ্রান্ত নয়। কারণ বর্তমান কালের আইন প্রয়ন পদ্ধতি বিশেষভাবে দীর্ঘ এবং নানা পর্যায়ে বিভক্ত অধিকাংশ আইনের খসড়া প্রস্তাব

সরকারের মূলনীতি অনুসারে আইনজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তিদের দ্বারা রচিত হয় এবং বিধি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে আলাপ-আলোচনা এবং বিতর্ক ও বিশ্লেষণের বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম সরকার পর পাশ হয়।

খ) দ্বিতীয় কক্ষ প্রথম কক্ষকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, তা কাম্য নয় ঃ- উচ্চকক্ষ একমাত্র কক্ষে স্বৈরা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে বলে যে যুক্তির অবতারণা করা হয় তাও অবান্তর। কারণ জকনগণের প্রতিনিধিপুষ্ট নিম্নক্ষ উচ্চকক্ষের তুলনায় অনেক বেশী শক্তিশালী।

গ) অগণতান্ত্রিক গঠন ঃ - দ্বিতীয় পরিষদের বিরুদ্ধে আরও একটি অভিযোগ হল এর গঠন অগণতান্ত্রিক, গণতন্ত্রের আদর্শ অনুসারে আইনসভা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয়। ইংল্যাণ্ডের লর্ডসভার সদস্যগণ উত্তরাধিকার সূত্রে পদলাভ করেন। আর ভারতের মত সংসদীয় শাসন দলীয় মন্ত্রীসভার সমর্থনপুষ্ট ব্যক্তিগণই মনোনীত হওয়ার সুযোগ পান। সুতরাং, মনোনয়ন সূত্রে জ্ঞানীগুনী ও পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ দ্বিতীয় কক্ষে সদস্যপদ লাভ করেন এও সঠিক নয়।

ঘ) শ্রেণী স্বার্থ প্রাধান্য পায় ঃ- দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার স্বপক্ষে অন্যতম যুক্তি হিসাবনে বলা হয় এই পরিষদ সকল শ্রেণি ও স্বার্থের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করে। কিন্তু এই ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে মোটেই কাম্য নয়। কারণ এর ফলে জাতির বৃহত্তম স্বার্থের পরিবর্তে শ্রেণি স্বার্থ প্রাধান্য পায়। দ্বিতীয় কক্ষের আলোচনায় জনগণের সামগ্রিক কল্যাণের পরিবর্তে বিত্তবান শ্রেণির স্বার্থরক্ষা আগ্রহ বেশী প্রকাশ পায়।

ঙ) সংখ্যালঘুর স্বার্থরক্ষার জন্যও অনাবশ্যক ঃ - সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যও দ্বিতীয় পরিষদ অনাবশ্যক। কারণ সংবিধানের বিভিন্ন উপায়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থবজায় রাখার ব্যবস্থা করা যায়।

ব) আইন প্রণয়নে বিলম্ব ঃ- দ্বিতীয় কক্ষ আইন প্রণয়ণকে বিলম্বিত করে। দুটি কক্ষের মধ্যে বিরোধ বাধলে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। তার ফলে প্রশাসন ব্যবস্থা শ্লথ গতি সম্পন্ন হয়ে পড়ে। আইনসভা তা দুটি কক্ষে বিভক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ কোন বিশেষ বিষয়ে জনগণের ইচ্ছে দুটো রূপে প্রকাশিত হতে পারে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এই আইন বিভিন্ন ধারায় প্রকাশিত হওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া দ্বিতীয় কক্ষের গঠন ব্যবস্থা সম্পর্কে ও ব্যাপক মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, রাজনীতিক বিবর্তনের একটি অঙ্গ হল দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা। বিভিন্ন বিরূপ সমালোচনা সত্ত্বেও বর্তমান রাজনীতিক ব্যবস্থায় দ্বি কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভারত অস্তিত্ব অব্যাহত আছে। বলের মতানুসারে ''Itwowld seem that in the abserse of the development of some effeetive form of functional representotion, afderal strnctur eprovides the gretest relevance for seeond clom bers.

ছ) আমলাতন্ত্রের প্রধান কার্যাবলি উল্লেখ করুন।

ম্যাক্স ওয়েবার আমলাতন্ত্রের কতকগুলি কাঠামোগত বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন।

১। অফিসের কাজ নিরবিচ্ছিন্ন ও নিয়ন্ত্রিত ভিত্তিতে সংগঠিত হয়।

২। স্তর বিন্যাসের ভিত্তিতে অফিস গঠিত হয়। অভিযোগ ও নিয়ন্ত্রণের অধিকার বিভিন্ন স্তরের মধ্যে নির্দিষ্ট করা হয়।

৩। অফিসের কার্যাবলী টেকনিক্যাল বা আইনগত নিয়ম অনুসারে পরিচালিত হয়। এই জন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ব্যক্তির প্রয়োজন হয়।

৪। প্রশাসন লিখিত দলিল বা ফাইলের ভিত্তিতে চলে বলে অফিস বা দপ্তরই হল আধুনিক সংগটনের প্রাণ কেন্দ্র।

এই বৈশিষ্ট্যগুলি ছাড়াও ওয়েবার আরও ১০টি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন।

(ক) দপ্তরের স্পষ্ট স্তরবিন্যাস আছে।

(খ) দপ্তরের কাজ সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট।

(গ) অফিসারেরা চুক্তির ভিত্তিতে নিযুক্ত হয়।

(ঘ) অফিসারেরা পেশাগত যোগ্যতা ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ভিত্তিতে নিযুক্ত হয়।

(ঙ) অফিসারের আর্থিক বেতন পান এবং পেনশন ভোগ করেন। পদের গুরুত্ব ও দায়িত্ব অনুসারে বেতন প্রদান করা হয়।

(চ) অফিসারের পদ তার একমাত্র কাজ।

(ছ) আমলাদের দক্ষতার ভিত্তিতে পদোন্নতি হয়।

(জ) অফিসার পদটি তার সম্পদ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।

(ঝ) আমলা একমুখী নিয়ন্ত্রণ এবং নিয়মশৃঙ্খলার অধীন।

Edition 2017

স্নাতক পাঠক্রম (B.D.P.)

অনুশীলন পত্র (Assignment) : ডিসেম্বর, ২০১৬ ও জুন, ২০১৭

রাষ্ট্রবিজ্ঞান (Political Science)

ঐচ্ছিক পাঠক্রম (Elective)

দ্বিতীয়পত্র (2nd Paper : Political Sociology)

১। যে কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও ২০ x ২= ৪০

ক) ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের পার্থক্য নির্দেশ করুন। হ্বেবারের অনুসরণে কর্তৃত্বের উৎসগুলি আলোচনা করুন।

উত্তর ঃ- রাজনীতিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব এক ও অভিন্ন নয়। আবার উভয়ের মধ্যে সম্পর্কে বিষয়টি ও সহজ সরল নয়। প্রকৃত প্রস্থানে রাজনীতিক ক্ষমতার প্রয়োগ এবং রাজনৈতিক কর্তৃত্বের ধারনা সমার্থক নয়।

১) ধারনাগত পার্থক্য ঃ -রাজনীতিক ক্ষমতা বলতে এক বিশেষ সম্পর্ককে বোঝায়। কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী এই সম্পর্কের মাধ্যমে নিজের উদ্দেশ্য অনুসারে অন্য ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কাজকর্মকে প্রভাবিত ওপরিচালিত করে।অপরদিকে, কর্তৃত্বের উদ্বব হয় ক্ষমতা ও বৈধতার একত্রিত উপস্থিতির ভিত্তিতে। রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার জনসাধারণের দ্বারা স্বীকৃত হলে রাজনৈতিক কর্তৃত্বের সৃষ্টি হয়।

২) কর্তৃত্বহীন ক্ষমতা ঃ - বাস্তবে রাজনীতিক কর্তৃত্বহীন ক্ষমতার অস্তিত্ব সম্ভব। রাজনীতিক কর্তত্বের অধিকারী না হয়েও রাজনীতিক ক্ষমতা প্রয়োগের ঘটনা ঘটতে পারে। তবে কোন কোন সামরিক শাসক নির্বাচনের মাধ্যমে জনসাধারণের সমর্থনও স্বীকৃতি প্রদান করে তার ক্ষমতা বৈধতা ও কর্তৃত্বের প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন।

৩) ওয়েলজনের অভিমত ঃ T. D. Weldon তাঁর Vocabulary of politics গ্রন্থে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের মধ্যে পার্থক্য প্রতিপন্ন করেছেন। তাঁরমনে বলপ্রয়োগের ব্যবস্থা কর্তৃত্ব সম্পন্ন। কারন যথাযথ ও ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রযোজ্য বলপ্রয়োগের সাথেকর্তৃত্ব সংযুক্ত থাকে এক্ষেত্রে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব অনিষ্টকর হওয়ার আশংকায় তাকে। উদাহরণ স্বরূপ ওয়েলডন হিটলারের কর্তৃত্বের কথা বলেছেন।

বৈধ ক্ষমতা বলতে বোঝায় রাজনীতিক ক্ষমতার অধিকারী নিছক বলপ্রয়োগের মাধ্যমে আনুগত্য লাভ করতে পারা যায় কিন্তু এই আনুগত্য দীর্ঘস্থায়ি হতে পারে না। বৈধ ক্ষমতা বলতে বোঝায় কর্তৃত্বের শাসনের অধিকার তথা শাসিতের মান্য করার নীতির প্রতি বিশ্বাস। A. R. Ball গ্রন্থে বলেছেন, Obediance secured solely by the threat of sanctions is whistable. অর্থাৎ ক্ষমতা স্থায়ী ও কার্যকর হয় বৈধতার মাধ্যমে।

ঘ) রাজনীতিক সামাজিকীকরণের তিনটি গৌন মাধ্যমের বিষযে আলোচনা করুন।

উত্তর ঃ- যেকোন দেশের বিদ্যমান রাজনীতিক ব্যবস্থার স্বপক্ষে দেশবাসীর সমর্থনসূচক মনোভাব। মূল্যবোধ, বিশ্বস্ত, ও দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করা দরকার। সামাজিকীকরন হল এক বিশেষ প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যক্তি সমাজের সাথে একাত্ম হয়। A. R. Ball তাঁর Modern politics and Government গ্রন্থে বলেছেন, Political Socialization is the establishment and development of attitudes to end beliefs about the political system.

রাজনীতিক সামাজিকীকরনের তিনটিমাধ্যম নিম্নরূপ।

১) পরিবার - রাজনীতিক সামাজিকীকরভের ক্ষেত্রে পরিবারের অনন্য ভুমিকা অনস্বিকার্য। শিশুর লালন পালন পরিবারের মধ্যে সম্পাদিত হয়। শিশুকে সামগ্রিকভাবে পরিবারের উপর নির্ভরশিল থাকতে হয়। পারিবারিক জীবনের কোলে লালিত সুস্পষ্ট ও অস্পষ্ট যাবতীয় প্রভাব ব্যক্তির জীবনের উপর ব্যাপক ও গভীর নিয়ন্ত্রণের চাপ রাখে। পরিবারের মধ্যে ব্যক্তি মানুষের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং রাজনীতিক কাজকর্ম ও চিন্তা চেতনার প্রবণতার ভিত্তি রচিত হয়।

২) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঃ বর্তমানে রাজনীতিক জীবন থেকে শিক্ষা কোনক্রমে স্বাতন্ত্র নয়। রাজনীতিককরনের প্রভাব থেকে শিক্ষা জীবন এখন আর বিচ্ছিন্ন নয়। রাজনীতিককরণের প্রভাব থেকে শিক্ষা জীবন এখন আর বিচ্ছিন্ন নয়। বিদ্যালয়ে প্রবেশ করার পর শিশুর ভুমিকা বিস্তৃত হয়। সুস্পষ্ট সামাজিকীরকণে ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভুমিকার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সুনাগরিক গড়ে তোলার জন্য ভাল শিক্ষা ব্যবস্থা দরকার।

৩) গণমাধ্যম ঃ - গণসংযোগের মাধ্যমগুলি আধুনিককালে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপুর্ন মাধ্যম হিসাবে বিবেচিত হয়। সংবাদপত্র, বেতার চলচ্চিত্র, দূৰদৰ্শন বেতার প্রভৃতি গণসংযোগগের মাধ্যমসমূহ এখনকার রাজনীতিক বিষয় সম্পর্কিত বিভিন্ন ঘটনা এবং আনুসাঙ্গিক ভাষ্য এই সমস্ত গণমাধ্যমের সাহায্যে জনসাধারনের কাছে পোঁছে যায়।

গ) রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা দিন। গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের কার্যাবলি বিশ্লেষন করুন।

উত্তর ঃ - দল ব্যবস্থা বর্তমানে প্রতিনিধিমূলক শাসন ব্যবস্তার একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য এবং কার্যত রাজনীতিক দলের সাহায্যেই শাসন কার্য পরিচালিত হয়। এই দলীয় রাজনীতির উদ্ভব অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিকালের ঘটনা। অধ্যাপক ম্যাকাইভার বলেন, যে নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে কোন সংঘবদ্ধ জনসমাজ বৈধ উপায়ে শাসন ক্ষমতা দখল করতে চেষ্টা করলে তাকে রাজনীতিক দল বলে আধুনিক লেখকদের মধ্যে লাসওয়েল এর মতানুসারে রাজনীতিক দল হল এমন একটি সংগঠন যা নির্বাচনের কর্মসূচীর স্থির করে এবং প্রার্থী দাঁড় করায়।

রাজনৈতি কার্যবালী ঃ - রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তত্ত্বগত সাবেকী আলোচনায় রাজনৈতিক দলের কার্যাবলী গতানুগতিক প্রকৃতির। রাজনৈতিক দলের কার্যাবলী প্রতিনিধি নির্বাচন, রাজনীতিক ক্ষমতা দখল, সরকার পরিচালনা ও আনুসাঙ্গিক অন্যান্য কাজকর্মের সাথে সীমাবদ্ধ।

১) রাজনীতিক ব্যবস্থায় স্থায়িত্ব সংরক্ষণ ঃ-রাজনীতিক ব্যবস্থায় ঐক্যবদ্ধকরণ ও সংরক্ষণ রাজনীতিক দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসাবে পরিগণিত। রাজনীতিক দলের কার্য প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রাজনীতিক ব্যবস্থার সংহতি ও স্থায়িত্ব সংরক্ষিত এবং নিয়ন্ত্রিত হয়। রাজনীতিক দল সংকীর্ণ স্বার্থসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করে। ভৌগলিক দূরুহকে বিলুপ্ত করে, বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে প্রতিহত করে এবং এইভাবে জাতীয় ঐক্য সাধনের পথকে প্রশস্ত করে।

অধ্যাপক বল বলেছেন, - All political parties infederal systems emphasis the whiting of different Govt. Structure.

২) রাজনীতিক ক্ষেত্রে সংযোগ সাধন ঃ- আধুনিক কালের রাজনীতিক ব্যবস্থা রাজনীতিক দলের একটি গুরুত্বপূর্ন কাজ হল রাজনীতিক সংযোগ সাধন। রাজনীতিক দল সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে সংযোগ সৃষ্টি ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অনন্য ভুমিকা এবং নাগরিক অধিকার সম্পর্কে দল জনগণকে অবহিত ও সতর্ক করে। নিজ নিজ মতাদর্শ ও কর্মসূচীর পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক দল নির্বাচক মণ্ডলীকে শিক্ষিত ও সচেতন করে।

Edition 2017

অধ্যাপক বল বলেছেন, political parties provide a link between Govt and pepole. পরস্পর বিরোধী বিভিন্ন মতাদর্শ, কার্য প্রক্রিয়া ও কর্মসূচী সম্পর্কে রাজনীতিক দলগুলি যাবতীয় মতামত জনসাধারনের সামনে তুলে ধরে।

৩) স্বার্থের গ্রন্থিকরণ ও সমষ্টিবদ্ধকরণ ঃ– বর্তমানে রাজনৈতিক দলের আর একটি বড় দায়িত্ব হল স্বার্থের গ্রন্থিকরণ এবং সমষ্টিবদ্ধ করণ। রাজনীতিক দলগুলি বর্তমানে উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় স্বার্থের গ্রন্থিকরণ বা বিভিন্ন স্বার্থের প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে। অ্যালমণ্ড ও পাওয়েল এর অভিমত অনুসারে বিভিন্ন চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর দাবী-দাওয়াগুলিকে কার্যপ্রদ্ধতিতে রূপান্তরিত করা হয় স্বার্থের গ্রন্থিকরণ।

৪) রাজনীতিক ক্ষেত্রে নিয়োগ ঃ – রাজনীতিক নিয়োগ কথাটি এক্ষেত্রে বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। কাউকে রাজনীতি ক্ষেত্রে যেকোন ভুমিকায় নিয়ে আসা যুক্ত করাকেই বলা হয়েছে রাজনীতিক নিয়োগ। তবে রাজনীতিক দলই এক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য মাধ্যম সকল রাজনীতিক ব্যবস্থাতেই রাজনীতিক দলকে এই ভুমিকা পালন করতে হয়। উদারনৈতিক সমাজতান্ত্রিক নির্বিশেষে সকল রাজনীতিক ব্যবস্থায় রাজনীতিক দল রাজনীতিক নিয়োগের অন্যতম গুরুত্বপুর্ণ মাধ্যম হিসাবে কাজ করে।

৫) রাজনীতিক সামাজিকীকরণ ঃ- আধুনিক রাজনীতিক সামাজিকীকরণ রাজনীতিক দলের একটি উল্লেখযোগ্য কাজ হিসাবে বিবেচিত হয়। রাজনীতিক দল মাত্রই নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শ ও মূল্যবোধ থাকে। প্রতিটি রাজনীতিক দল হল বিশেষ একটি মতাদর্শ অনুযায়ী রাজনীতিক দল হিসাবে পরিচিত লাভ করে।

৬) নাগরিকদের রাজনীতিক অংশগ্রহণ ঃ-

উত্তর ঃ- রাজনীতিক দলের রাজনীতিক কার্যকলাপের সাথে জনগনকে সংযুক্ত করে। উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দলের এই পটভূমিকাটি অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ। রাজনীতিক দল জনসাধারণের সামনে বিভিন্ন রাজনৈতিক সমস্যা তুলে ধরে। রাজনীতিক বিষয়াদি বিচার বিশ্লেষন করে রাজনীতিক সমস্যাদি সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করে। সাধারণত নির্বাচনী কার্যকলাপকে কেন্দ্র করে জনসাধারণের রাজনীতিক অংশগ্রহণের সুযোগ সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। এই ভূমিকা সম্পাদনের মাধ্যমে রাজনীতিক দলগণতান্ত্রিক শাসনের স্বরূপ বজায় রাখে। অধ্যাপক ফাইনার বলেছেন, Democracy rests in its hopes and doubts upon the party system, There his political centre of gravity.

ঘ) শিক্ষার উপর রাজনীতির প্রভাবের বিবরণ দিন ঃ-

সমাজ জীবন শিক্ষার ভুমিকা বিভিন্ন দিক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অনেকের মতে ব্যক্তি মানুষের মানসিক উন্নতি সাধনই হল শিক্ষার উদ্দেশ্য। শিক্ষার উপর আবার রাজনীতি নির্ভর করে। এখন শিক্ষিত ব্যক্তি কিভাবে রাজনীতিতে আত্মনিয়োগ করবে তা সম্পূর্ণ নির্ভর করে শিক্ষার উপর। সমাজবিজ্ঞানী হার্বাট স্পেনসর এর অভিমত অনুসারে শিক্ষার লক্ষ্য হল পরিপূর্ণ জীবনের সামগ্রিক স্বার্থে প্রয়োজনীয় সবকিছু সম্পূর্ণ করার জন্য শিক্ষার্থীকে যথাসম্ভব প্রস্তুত করে তোলা।

১) ত্রুটিবৃত্ত মনোবৃত্তির সংশোধন ঃ– শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য মনোভাব ও মানসিকতার ত্রুটি সমূহ সংশোধন করার কতা বলা হয়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন ভ্রান্ত মনোভাব ও অসামাজিক মনোবৃত্তি বর্তমান থাকে। এসবের সংশোধন করা দরকার। এক্ষেত্রে শিক্ষার ভুমিকা বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ।

২) রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ ঃ- শিক্ষা সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গকে রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণের কার্যকরী করে তোলে। এই কারনে শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যেই রাজনৈতিক কাজকর্মে আনুপাতিক অংশগ্রহণের হার অধিক হয়ে তাকে। অর্থাৎ রাজনীতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ এবং শিক্ষার মধ্যে একটি সার্থক সম্পর্ক বর্তমান। সমাজের শিক্ষিত ব্যক্তিরাই সাধারণত রাজনীতিক বিষয়ে মাথা ঘামান এবং সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহন করেন। অধিকতর যোগ্যতর ব্যক্তিরা সমগ্র সমাজ ও সমাজকর্মীদের স্বার্থে কার্যকর ও অর্থবহ ভুমিকা পালন করতে পারেন। সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গ শিক্ষার মাপকাঠিতে ও পদমর্যাদা পেয়ে তাকে। রাজনীতির ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ন ভুমিকা পালন করে থাকে।

৩) অধ্যাপক জোডের অভিমত ঃ– প্রকৃত প্রস্তাবে শিক্ষার উপর রাজনীতির উদ্দেশ্য হল বহুমুখী। শিক্ষার কিছু উদ্দেশ্য আছে যা প্রত্যক্ষ প্রকৃতির আবার কিছু উদ্দেশ্যে আজ চূড়ান্ত ধরণের। তেমনি শিক্ষার কিছু উদ্দেশ্য অন্তর্নিহিত এবং অপর প্রায়োগিক অধ্যাপক জোড শিক্ষার উপর রাজনীতির তিনটি উদ্দেশ্যের উপর জোর দিয়েছেন।

ক) শিক্ষার্থীকে আদর্শ জীবন যাপনের উপযুক্ত করে তোলার উদ্দেশ্যে তার সুপ্ত গুণাবলী ও বৃত্তি সমূহকে বিকশিত করা।

খ) গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার যোগ্য নাগরিক হিসাবে তাকে উপযুক্ত করে তোলে।

গ) রাজনীতির মধ্যে দিয়ে শিক্ষা এমনভাবে বিস্তার করতে হবে যাতে প্রত্যেক মানুষ তা জ্ঞানার্জন করেতে সক্ষম হয়।

৪) শিক্ষা ও রাজনীতি ঃ - এদিকে থেকে বিচার করলে বলা যায় শিক্ষা ও রাজনীতি একে অপরদিকে বাদ দিলে না। কারণ বেশিরবাগ শিক্ষিত ব্যক্তিরাই রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে থাকে। বিভিন্ন স্থল, কলেজ, ও প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিরা রাজনীতিকে পরিচালিত করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে রাজনীতি করতে গেলে শিক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। তা দরকার হয় শিক্ষা থেকে। অর্থাৎ তার মধ্যে কতটা জ্ঞান আছে।

পরিশেষে একথা বলা যায় যে, সমাজের সদস্যদের মধ্যে শিক্ষা আত্মবিশ্বাস ও বিচার বিবেচনার ক্ষমতা জাগ্রত করে। সমাজ জীবনে ব্যক্তি মানুষের ব্যক্তিত্বের মধ্যে এই নিজসত্ত্বার চেতনা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার উপর রাজনীতির ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা ও রাজনীতি একে অপরের উপর নির্ভরশীল। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

ঘ) রাজনৈতিক পরিবর্তন বলতে কী বোঝেন ? রাজনৈতিক পরিবর্তনের বিভিন্ন কারণ ও ধারাগুলি বিশ্লেষন করুন।

উত্তর ঃ - আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় রাজনীতিক পরিবর্তনের বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভূতপূর্ব অগ্রগতি ও বিকাশ এক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে। রাজনীতিক মতাদর্শ ও রাজকনীতিক পরিবর্তন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। পরিবর্তন হল প্রকৃতির নিয়ম সর্বত্র, সবক্ষেত্রে পরিবর্তন প্রতিনিয়ত পরিলক্ষিত হয়। রাজনীতিক পরিবর্তন হল সামাজিক পরিবর্তনেরই অংশ বিশেষ tribal politics in West Bengal শীর্ষক গ্রন্থে বলা হয়েছে, ‘‘Change as sneh means that there is some alteration throngh periods of time in the objict under reference.

রাজনৈতিক পরিবর্তনের ধারা ঃ-

ক) সংস্কারবাদী রাজনৈতিক পরিবর্তন ঃ - সংস্কারবাদী রাজনৈতিক পরিবর্তনের উদ্দেশে হল সমকালীন প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার অস্তিত্বকে সংরক্ষণ করা এবং সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা। এই উদ্দেশ্যে সংস্কারপন্থীরা সংস্কারমূলক আইন প্রণয়ন এবং প্রয়োজনীয় শাসনতান্ত্রিক শান্তিপুর্ন অবস্থা অবলম্বন করার পক্ষপাতি। এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে পুঁজিবাদী বুর্জোয়া তাত্ত্বিকদের সংস্কার মূলক মতাদর্শের কথা বলা যায়।

খ) বৈপ্লবিক রাজনীতিক পরিবর্তন ঃ- রাজনৈতিক পরিবর্তন বৈপ্লবিক প্রকৃতিরও হতে পারে। কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনকে বৈপ্লবিক পরিবর্তন বলা হয়। এই ধরনের পরিবর্তনের উদ্দেশ্য হল বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিলোপ সাধন এবং নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা মার্কসবাদে আমূল পরিবর্তনের জন্য শ্রেণি সংগ্রাম ও বিপ্লবের অর্থ অনুসরণ করার কথা বলা হযেছে। এই মতবাদ অনুসারে সমাজের সর্বহারা শ্রেণি ঐক্যবদ্ধভাবে পুঁজিপতি শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে সামিল হবে এবং তারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করবে।

গ) ক্ষমতার পুনর্বিন্যাস ও রাজনীতিক পরিবর্তন ঃ - রাজনীতিক পরিবর্তন বাহ্যিক প্রেক্ষাপটে সবসময় সুষ্ঠুভাবে প্রতিপন্ন হবেই এমন কথা

জোর দিয়ে বলা যায় না। ক্ষমতার পুনর্বিন্যাস রাজনৈতিক পরিবর্তনের ধারা সূচিত করে অর্থাৎ রাজনৈতিক পরিবর্তনের অন্তর্দ্বন্দ্ব রাজনৈতিক ব্যবস্থার অভ্যন্তরেই সুপ্ত থাকে। উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হলেই তার বিস্ফোরণ ঘটে। এর বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সমাজ ব্যবস্থার চেহারা চরিত্রের উপর নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রসার, শাসক গোষ্ঠীর যোগ্যতা ও অযোগ্যতার কথা বলা যায়। এ ধরণের রাজনীতিক পরিবর্তন স্থানীয় বা আঞ্চলিক স্তরে সংগঠিত হতে পারে।

ঘ) অনুকূল পরিস্থিতি ও রাজনৈতিক সংগঠন ঃ -রাজনীক পরিবর্তনের জন্য অনুকূল পরিস্থিতি ও প্রয়োজনীয় রাজনীতিক সংগঠন আবনশ্যক। বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংকটের সৃষ্টি হলে রাজনৈতিক পরিবর্তনের পথ প্রশস্ত হয়। এই সংকট ব্যাপক হলে রাজনৈতিক পরিবর্তনের মাত্রা তত বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে সফল করে তোলার জন্য পরিবর্তনকামী রাজনৈতিক সংগঠনের ভুমিকাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

ঙ) রাজনীতিক দলের ভুমিকা ঃ- রাজনিতিক পরিবর্তন সাধন বা রাজনিতিক পরিবর্তন প্রতিরোধের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দল সংগঠিত হবে ভূমিকা পালন করে থাকে। বিশেষ কোন রাজনৈতিক মতাদর্শকে প্রয়োগ ও প্রতিষ্ঠা করা। রাজনৈতিক পরিবর্তনকে সম্ভব করে তোলে প্রভৃতি ক্ষেত্রে সংগঠিত রাজনৈতিক দলের ভুমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। লেনিনের অভিমত অনুসারে বিপ্লবকে সম্ভব করে তোলার জন্য একটি বিপ্লবী রাজনীতিক দলের অস্তিত্ব অপরিহার্য।

চ) অর্থনৈতিক শক্তির প্রভাব ঃ - রাজনৈতিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মৌলিক শক্তি হিসাবে অর্থনৈতিক শক্তির গুরুত্ব তাৎপর্যপূর্ণ। কামর্সীয় দর্শন অনুসারে উংদান শক্তির বিকাশের সাথে প্রচলিত। উৎপাদন সম্পর্ক সামঞ্জস্য হয়ে পড়ে। এই অবস্থার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। উভয়ের মধ্যে ততদিন সুসম্পর্ক বজায় থাকে। যতদিন পর্যন্ত বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থা অটুট তাকে। অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন রাজনৈতিক পরিবর্তনকে অনিবার্য করে তোলে।

ছ) যুদ্ধ ও রাজনীতিক পরিবর্তন ঃ - রাজনৈতিক পরিবর্তনের ধারা হিসাবে যুদ্ধের ভূমিকাও অস্বীকার্য করা যায় না। বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পরিস্থিতি যুদ্ধের মাধ্যমে তরান্বিত হয়। রাজনৈতিক পরিবর্তনের ধারাকে যুদ্ধ প্রভাবিত করে। যুদ্ধ ইতিহাসের গতিপথ নির্ধারণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে থাকে। বিভিন্ন সমাজের বিকাশের ক্ষেত্র যুদ্ধের প্রভাব সুদর প্রসারী।

পরিশেষে বলা যায়, মানুষের রাজনৈতিক চিন্তার একেবারে প্রাথমিক অবস্থাতেও রাজনীতিক পরিবর্তন সম্পর্কে ধারনা বর্তমান ছিল। গ্রীক পণ্ডিত অ্যারিস্টটল, রাজতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র, গণতন্ত্র একনায়কতন্ত্র প্রভৃতি সরকারের শ্রেণী বিভাজনকে রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রকাশ বলে অভিহিত করেছেন। আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক ও মৌলিক পরিবর্তনের উদাহরণ হিসাবে ১৭৮৯ সালে ফরাসী বিপ্লব এবং ১৯১৭ সালে অক্টোবর বিপ্লবের কথা বলা যায়। এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

২। যে কোনো তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও **১২ x ৩= ৩৬**

ক) একটি অনুসন্ধান ক্ষেত্র হিসেবে রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের বিকাশধারা আলোচনা করুন।

উত্তর ঃ- রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব তুলনামূলকভাবে একটি নতুন বিষয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পর থেকেই বিষয়টি একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে আলোচিত হতে শুরু করে। রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব হল সমাজজীবনের প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক আচার আচরণের পর্যালোচনা। রাজনীতি চর্চা শুরু হয়েছিল সূদর অতীতে গ্রীক সভ্যতার মধ্যে, আর সমাজকে পৃথকভাবে বোঝা ও ব্যাখ্যা করার জন্য সমাজ তত্ত্বের জন্ম হয় ঊনিশ শতকের মধ্যভাগ নাগাদ। রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব সমাজ ও রাজনীতির মধ্যে যোগসূত্রগুলি নিয়ে আলোচনা করে। সমাজ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে সেতুবন্ধন করে। কিন্তু যোগসূত্রের উপস্থিতি বা সেতুবন্ধনের সুযোগ তখনই থাকে যখন দূরত্ব বা পার্থক্য থাকে বা আছে বলে মনে করা হয়। প্রাচীন যুগের রাষ্ট্রদর্শন রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে কোন পার্থক্য করা যেত না। মধ্যযুগে পরিচালক হিসাবে চার্চ ও রাজনৈতিক কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য করা হলেও প্রায় অধিকাংশ সময় জুড়ে রাষ্ট্রকে চার্চের অধীনস্থ বলে করা হত। মধ্যযুগের শেষ অংশ, বিশেষ করে ইতালীয় চিন্তাবিদ মার্সিলওর ধারনায় চার্চ ও রাষ্ট্র পরস্পরের থেকে স্বাধীন বলে পরিগণিত হলে ও উভয়কেই তথাকথিত ঈশ্বর নির্দেশিত প্রাকৃতিক আইনের পরিমগুলের মধ্যে কাজ করতে হত।

সমাজতাত্ত্বিকদের মতে, সমাজ ও রাজনীতি যে পরপস্পরের থেকে পৃথক হতে পারে, তা মানুষ প্রথম উপলব্ধি করে পুঁজিবাদের প্রতিষ্ঠা পায়। উৎপাদন ও বিনিময় ব্যবস্থা হিসাবে পুঁজিবাদ তার পূর্বেকার ব্যবস্থা থেকে মৌলিকভাবে পৃথক। অপরদিকে, পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা চরিত্রগতভাবে পরিবর্তনশীল। রাজনীতিক সমাজ তত্ত্বের উদ্ভব হয় প্রায় একই সময়ে অর্থাৎ ঊনিশ শতকের মাঝামাঝি। ইউরোপীয় পটভূমিকায় এক নতুন ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসাবে পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠিত হয় সামন্ত রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সাথে বিরোধের মধ্য দিয়ে। রাজনৈতিক সমাজ তত্ত্বের জন্ম ইতিহাস যারা বিশ্লেষন করেছেন টম বটোমর। সমস্ত অর্থনীতির প্রধান উৎপাদনের উপকরণের কৃষিজমি ছিল উৎপাদন ব্যবস্থা ও রাজশক্তির মধ্যে।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার এই আপাত স্বাধীন জগৎকে হেগেল civilsociety বা গণসমাজ বলে অভিহিত করেছেন যা রাজনীতির জগতে বা রাষ্ট্রের থেকে পৃথক। তাঁর মতে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের বিভিন্ন দ্বন্দ্বগুলি গণসমাজের মধ্যেই সংগঠিত হয়। সেই অর্থে গণ সমাজ সংকীর্ণ, ক্ষুদ্র, ও বিরোধী স্বার্থের এলাকা।

হেদালের গণসমাজের ধারণা মার্কসের চিন্তায় প্রভাব ফেলেছিল। গণসমাজ যে মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপেকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে সেই ব্যাখ্যায় মার্কস হেগেলের চিন্তা থেকে বিচ্যুত হননি। রাজনৈতিক সমাজ তত্ত্বের উদ্ভবের বিষয়ে জামার্ন সমাজতাত্ত্বিক ম্যাক্স হেকেরের অবদান ও অনস্বিকার্য। হেবারের মতে, ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান বা ক্ষমতার সামাজিক কাঠামোতে তার স্থান অনেকে ক্ষেত্রেই সমাজকে বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করে। রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের উদ্ভভের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে হেবারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন অবদান ছিল ক্ষমতার ধারনার স্পষ্টকরণ। রাজনৈতিক, সামাজিক তত্ত্বের উদ্ভব ও বিবর্তনের প্রথম যুগে মুখ্যবিতর্ক ছিল সামাজিক শক্তির পরিপ্রেক্ষিতে রাজনীতির আপেক্ষিক স্বতন্ত্র আছে কি নেই সেই বিষয়ে। রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে চিন্তাগুলি দুটি মেরুতে স্থান দেওয়া হত। যার একপ্রান্তে রয়েছে রাজনীতি সম্পূর্ণভাবেই সামাজিক শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এই ধারনা ও অপরপ্রান্তে রাজনীতির আপেক্ষিক স্বতন্ত্রের উপর বিশ্বাস। দ্বিতীয়ত ঃ বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের উদ্ভবের পরবর্তী স্তরে আলোচনার কেন্দ্র ছিল এই দুটি পরস্পর বিরোধী চিন্তা।

ঙ) প্রযুক্তি-বিপ্লব কীভাবে রাজনৈতিক যোগাযোগের চরিত্র ও মাত্রাকে প্রভাবিত করেছে তা বর্ণনা করুন।

উত্তর ঃ- প্রযুক্তির বিপ্লবের যুগে রাজনৈতিক যোগাযোগ কি ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে তা নিয়ে আলোচনা করা যাক। বিশেষজ্ঞদের মতে, রাজনৈতিক যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনছে প্রযুক্তি বিপ্লব। পরিবর্তনের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে গণমাধ্যম, বিশেষভাবে বৈদ্যুতিন গণমাধ্যম। বর্তমান জগতে রাজনৈতিক কর্মী ও সাধারণ নাগরিকের বহু ভূমিকা পালনে। বহু বিষয়ে অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণে এবং সাধারণভাবে স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের গুরুত্ব উত্তোরত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্বায়নের যুগে গণমাধ্যমের এই প্রসার সম্পূর্ণভাবে না হলেও বহুলাংশে পরিসর ও সময়ের ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়েছে।

এক্ষেত্রে ক্ষমতার প্রশ্নই শুধু নয়, জাতীয় সত্ত্বা ও আন্তর্জাতিক সত্ত্বা বিশ্বসংস্কৃতি স্থানীয় সংস্কৃতির প্রশ্নেও জড়িত। যোগাযোগ প্রযুক্তির বিস্ময়কর অগ্রগতির সাথে সাথে এই ধরণের যোগসূত্র ও তার প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না বলা যেতে পারে দূরবর্তী এলাকাগুলির মধ্যে নিকট সম্পর্ক স্থাপনে বা যোগাযোগ ব্যবস্থার যুগান্তকারী পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সম্ভব হচ্ছে, তা আন্তর্জাতিক স্তরে আনুষ্ঠানিক ও

আনুষ্ঠানিক রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের উপর বিশেষ প্রভাব ফেলেছে। গণমাধ্যমের এক্ষেত্রে কেন্দ্রবিন্দুতে থাকার ফলে রাজনৈতিক যোগাযোগের আলোচনায় এক নতুন মাত্রা যোগ করে হয়েছে গণমাধ্যম উদ্ভুত ঘটনা বা মিডিয়া ইভেন্ট।

মিডিয়া ইভেন্ট বড় মাপের ঘটনা যা সাধারণভাবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গ্রহীতাদের জন্য গণমাধ্যম দ্বারা পরিকল্পিত ও রূপায়িত হয়ে সরাসরি সম্প্রসারিত হয়। রাজপরিবারের বিবাহ, অনুষ্ঠান, গুরুত্বপূর্ণ উদ্বোধন অনুষ্ঠান, রাষ্ট্রীয় সাক্ষাৎ বা শান্তি চুক্তির স্বাক্ষর ইত্যাদি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। ডি. হ্যালিন ও পি. ম্যানচিনির মতো প্রথম সারির গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞরা মিডিয়া ইভেন্টের গুরুত্ব বর্ননা করে বলেছেন, এই ঘটনাগুলি সামাজিক ফারাক দূর করে পারস্পারিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে সমাজের সদস্যদের কাছাকাছি আসতে সাহায্য করে।

আন্তর্জাতিক স্তরে মিডিয়া ইভেন্ট-এর গুরুত্বও অস্বীকার করা যায় না। বিশেষজ্ঞরা যেমন - দেখিয়েছেন আশির দশকে যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত যুক্তরাজ্যের উচ্চতম পর্যায় অনুষ্ঠিত বৈঠকের গুরুত্ব যতটা না গৃহীত সিদ্ধান্তে কারণে ছিল তার থেকে অনেক বেশী ছিল যে মানবিকতার ভিত্তিতে ঐ বৈঠকগুলি অনুষ্ঠীত হয় তার জন্য। সাম্প্রতিক উদাহরণ হিসাবে ভারত-পাকিস্তানের বাস চলাচল (১৯৯৯) ও তার সরাসরি সম্প্রসার এই আলোকে দেখা যেতে পারে। উচ্চমানের তথ্য প্রযুক্তি এই ধরনের মিডিয়া ইভেন্টকে সহজে আন্তর্জাতিক রূপ দেয়। দূরবর্তী বিভিন্ন এলাকার বহু গ্রহীতা / নাগরিক এই ঘটনার অংশগ্রহন করে দর্শক হিসাবে, পর্যবেক্ষক হিসাবে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারী হিসাবে। অন্যদিকে, নীতির প্রচার ও বৈঠক করনে এই বিপুল সংখ্যক মানুষের অংশগ্রহনের ব্যবস্থা করা হয়।

অন্যদিকে, মিডিয়া ইভেন্টের সমালোচনা জোরালো ভাবে হচ্ছে। রাজনৈতিক যোগাযোগের আলোচনায় সমালোচনার গুরুত্ব কম নয়। সমালোচকদের বক্তব্যকে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

প্রথমত ঃ গণমাধ্যম এক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয় ও সমস্যা সম্পর্কে এক বিশেষ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রাধান্য দেয়। এর ফলে আন্তর্জাতিক স্তরে এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির আধিপত্য কায়েম হয় ও বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্ব হারিয়ে যায়।

দ্বিতীয়ত ঃ উন্নত যোগাযোগ প্রযুক্তির অধিকারী ও নেতৃত্বস্থানীয় রাষ্ট্রগুলিতে ঘটা ঘটনা বিশ্বজুড়ে যত সহজে যে মাত্রায় সম্প্রসারিত করা সম্ভব তা তুলনামূলকভাবে অনুন্নত প্রযুক্তির অধিকারী ও দুর্বল রাষ্ট্রের সীমানায় ঘটা ঘটনার ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না।

তৃতীয় ঃ মিডিয়া ইভেন্টের এর প্রবল প্রসার ও জনপ্রিয়তার মধ্যে দিয়ে প্রকৃত ঘটনা প্রবাহ চাপা পড়ে যায়।

মিডিয়া ইভেন্টের গুরুত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞগণ এও মনে করেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে গ্রহীতাদের মধ্যে অন্যভাবে সম্প্রচার করে ও নিজস্ব ধ্যান ধারনার পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব। কূটনৈতিক প্রক্রিয়া ব্যহৃত করতে পারে এই সম্ভাবনার কথা চিন্তা করে গণমাধ্যমকে দূরে রাখা হয়। গণমাধ্যমের উপায়িত মানে কোন কুটনৈতিক বৈঠকে অংশগ্রহণকারীদের বিব্রতকর প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়া বা বৈঠকে আলোচিত বিষয়ের অন্যরকম বিশ্লেষণ হওয়া বা বহিরাগতদের বিতর্কে জড়িয়ে ফেলা। তথ্য বিপ্লবের যুগে একথা সর্বজনবিদিত যে, রাজনৈতিক কর্মী ও জনগণের মধ্যে সংযোগ রক্ষণায় গণমাধ্যমের ভূমিকা ক্রমাগত বাড়ছে। যাই হোক, প্রযুক্তি বিপ্লবের যুগে রাজনৈতিক যোগাযোগ এক অভুতপূর্ব ভুমিকা পালন করে চলেছে।

চ) রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর ভূমিকা পর্যালোচনা করুন।

উত্তর ঃ– অ্যালান বল তাঁর Modern polities and government শীর্ষক গ্রন্থে সামরিক বাহিণীর রাজনীতিক ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সাবেকী ধারণা অনুসারে সামরিক বাহিনী হল রাজনৈতিক প্রক্রিয়া সমূহের সাথে সম্পর্ক শূন্য এমন এক স্বতন্ত্র ও নিরপেক্ষ সংগঠন যা অসামরিক সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রাধীন সংগঠিত ও পরিচালিত হয়ে দেশের ভূ-খণ্ডগত প্রক্রিয়ার দায়িত্ব সম্পাদন করে। কিন্তু এই সাবেকী ও প্রচলিত ধারনা, আধুনিককালের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে যথাযথ ও গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয় না। বর্তমানে বহু দেশেই অসামরিক সরকারের অস্তিত্ব ঐসব দেশের সামরিক বাহিনীর সক্রিয় সমর্থনের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। বল বলেছেন - Direet interference by the military in polities? but falling sort of the assumption of power by the military may in any type of political system. সামরিক বাহিনী অনেক সময় বাহিনীর সদস্য নিয়োগ পদ্ধতির পরিবর্তন সাধন রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পূর্ব ইউরোপের কয়েকটি দেশ এবং স্পেন ও জাপানে এরকম ঘটনা ঘটেছে। এশিয়া, আফ্রিকা ও মধ্য দক্ষিণ আমেরিকার নানা দেশে অসামরিক সরকারের বদলে অন্য এক অসামরিক সরকার ক্ষমতাসীন হয়েছে। রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপের বিষয়টি তৃতীয় দুনিয়াতেই শুধু নয়, বিশ্বের অধিকাংশ দেশের প্রচলিত রাজনীতিক ব্যবস্থায় এক স্বাভাবিক প্রবণতা।

৩। যে কোনো চারটি প্রসঙ্গ নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন (অনধিক ১০০ শব্দে) ৬ x ৪= ২৪

ক) ক্ষমতা উপাদানগুলি কী কী ?

উঃ —- ব্যাপক অর্থে কোনও ব্যক্তির ক্ষমতা আছে বলতে বোঝায় সেই ব্যক্তির সামর্থ আছে তার পারিপার্শ্বিকের উপর ইপ্সিত প্রভাব বিস্তার করার এবং তার মধ্য দিয়ে নিজের উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার। এই প্রকার সাধারণ অর্থে ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার কতকগুলি পূর্বশর্ত আছে, যেমন, শারীরিক শক্তি, জ্ঞান ও দক্ষতার অধিকারী হওয়া, পার্থিব সম্পদের মালিকানা ভোগ করা এবং অন্যের নিয়ন্ত্রণ থেকে স্বাধীনতা ভোগ করা।

ক্ষমতার উপাদান: —

সমাজে ক্ষমতার উপাদানগুলি ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রেরহলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে একজোট হয়ে কাজ করে। তবু তাদের চরিত্র ব্যাখ্যা করার জন্য পৃথকভাবে আলোচনা করা সুবিধাজনক।

প্রথম উপাদান হিসাবে উল্লেখ করা যায় পার্থিব সম্পদের মালিকানাকে, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত উৎপাদনও জীবনধারনের উপাদানও দৈহিক শক্তিপ্রয়োগের সামর্থ্য। এই প্রকার সম্পদ শক্তির সন্ধান তখনই দিতে পারে যখন কিছু মানুষকে ভোগ করা থেকে বঞ্চিত করে রাখা যায়। কারণ সকলেই যদি এই উপাদানের উপর অধিকার ভোগ করত তাহলে ক্ষমতা প্রয়োগের কোন বিশেষ সুযোগ কারও থাকত না। সম্পত্তির নিয়মগুলি অবশ্য চিরস্থায়ী নয়। দৈহিক শক্তির প্রয়োগ বা প্রয়োগের হুমকি ক্ষমতার স্পষ্ট ও নগ্ন বহিঃপ্রকাশ অর্থনৈতিক শক্তির প্রয়োগ তুলনামূলকভাবে অস্পষ্ট কারণ অর্থনৈতিক সম্পদের উপর যার দখল নেই, সে তার জীবনধারনের জন্য নির্ভরশীল থাকে সম্পদের অধিকারীদের নিকট। শ্রমের পরিবর্তে মজুরী তা দ্রব্যেই হোক বা অর্থে একপ্রকার সামাজিক বিনিময়ের সম্পর্ক গড়ে তোলে।

ক্ষমতার দ্বিতীয় ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায় সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রয়োজনীয় কাজগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ ও তার জন্য আবশ্যক দক্ষতা ও জ্ঞানের মালিকানার উপর। এইক্ষেত্রেও ক্ষমতা সৃষ্টি হয় সামাজিক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ কাজের এলাকায় প্রবেশ ও প্রয়োজনীয় সক্ষতার অর্জনের অধিকার - অনধিকারের উপর। সামাজিক শ্রমবিভাগ ব্যবস্থা এই অধিকার -অনধিকারকে নিয়ন্ত্রণ করে। আপাত দৃষ্টিতে শ্রমবিভাগ এক ধরনের পারস্পরিক নির্ভরশিলতা ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও বাস্তবে এই ব্যবস্থা একটি ক্রমোচ্চ স্তর বিন্যাসের সন্ধান দেয়। সমাজে কিছু কাজ অধিকতর সামাজিক গুরুত্ব বহন করে। সাধারণভাবে দেখা যায় যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ সেই ধরনের কাজের দায়িত্ব লাভ করে না বা তার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হয়। প্রাক আধুনিক সমাজে পুরোহিত শ্রেণী রাজনীতিতে মুষ্টিমেয় শাসকবর্গের গুরুত্ব ও ক্ষমতা একইভাবে সৃষ্টি হয়েছিল।

ক্ষমতার তৃতীয় উপাদান হিসেবে উল্লেখ করা যায় যে, কতকগুলি পদে আসীন থাকার মধ্য দিয়ে কিছু ব্যক্তি অপরকে আদেশ করার অবস্থানে থাকে। এই ধরনের আইন সঙ্গত ক্ষমতার অধিকার কর্তৃত্ব হিসাবে চিহ্নিত হয়। সমাজতন্ত্রের চিন্তায় কর্তৃত্ব হল বৈধ

ক্ষমতা, কিন্তু পূর্বের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, সব সামাজিক ক্ষমতারই প্রাথমিক বৈধতা আছে। কেননা সব ক্ষেত্রেও কোন না কোনও সামাজিক আইন ওই ক্ষমতাগুলিকে সমর্থন করছে। কর্তৃত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলেও এখন শুধু এই কথাটি বলা যায় যে কর্তৃত্ব যেকোনসমাজে উর্ধবতন- নিম্নতন বা আধিপত্য – বশ্যতা সম্পর্কগুলিকে একপ্রকারের আইনি মোড়কে ঢেকে রাখে।

খ) আধুনিক আমলাতন্ত্রের পরধান ক্রটিগুলি উল্লেখ করুন।

উত্তর ঃ - বর্তমান যুগে আমলাতন্ত্র প্রায় প্রতিটি রাজনীতিক ব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ। হিউয়ার্ট তার New Despotism গ্রন্থে বিরূপ সমালোচনা করেছেন। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আমলাতন্ত্রের কতকগুলি বিশেষ ক্রটির কথা বলা হয়ে থাকে।

i) **গণতন্ত্রের শত্রু ঃ** সরকারী প্রশাসনে আমলাদের গুরুত্বপুর্ন অবস্থানের জন্য তারা নিজেদের নির্বাচিত রাজনৈতিক অংশের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে গণ্য করে থাকে। সরকারী প্রশাসনের বিস্তৃতির ও মান উন্নয়নের দাবি যত বাড়তে থাকে প্রশাসনের গণতান্ত্রিক চরিত্র তত অন্তর্নিহিত হতে থাকে। আমলাতন্ত্রের ক্ষমতার বিস্তার গণতন্ত্রের আমলা তন্ত্রে পরিণত করে।

ii) **অভিজাতন্ত্রের আশংকা ঃ** অতিরিক্ত আমলাতান্ত্রিক সদস্য প্রতিনিধিমূলক উদারনীতিক গণতন্ত্রের দলীয় সরকারকে ও ক্রমশ কিছু ব্যক্তির সাধনের ধাঁচে গড়ে তুলতে পারে। তার ফলে উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক সরকার ধীরে ধীরে মুষ্টিমেয় কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তির অভিজাততান্ত্রিক শাসনে পরিণত হতে পারে।

iii) **রক্ষণশীলতা দোষে দুষ্ট ঃ** আমলাতন্ত্র রক্ষনশীলতার ধারক ও বাহক হিসাবে অভিযুক্ত হয়ে তাকে। আমলাদের মধ্যে প্রথা ও ঐতিহ্যের প্রতি আকর্ষণ দেখা যায়। প্রচলিত রীতি নীতি ও পন্থা পদ্ধতির প্রতি আমলাদের অবিচল নিষ্ঠা বর্তমান থাকে। এই পরিবর্তন বিমুখ মানসিকতা আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর বড় বৈশিষ্ট্য।

iv) দীর্ঘসূত্রতা ঃ- দীর্ঘসূত্রতা আমলাতন্ত্রকে আর একটি বড় ক্রটি। আমলারা আনুষ্ঠানিক পদ্ধতির বাইরে যেতে চাননা। তার ফলে আমলাতান্ত্রিক কাজকর্মের মধ্যে যান্ত্রকতা ও দীর্ঘসূত্রতা প্রকট হয়ে ওঠে। আবার নিয়ম মাফিক আনুষ্ঠানিকতার স্বার্থে এক বিভাগকে অন্য বিভাগের মতামত জানতে হয়। তার ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সমগ্র ধারণাটি অথবা বিলম্বিত হয়।

v) বিচ্ছিন্নতা ঃ - আমলারা সাধারণ জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকেন। তাদের মধ্যে অনেকেই বর্হিজগতের সাথে সম্পর্ক রহিত অবস্থায় অবস্থান করেন। সরকারী কাঠামোর মধ্যেই নির্দিষ্ট পদ্ধতি, আচার আচরন সম্পর্কে তাদের ব্যস্ত থাকতে হয়। এই বিচ্ছিন্নতা আমলাতান্ত্রিক সংগঠনের সিমাবদ্ধতা হিসাবে প্রতিপন্ন হয়।

vi) ব্যক্তিস্বাধীনতার পক্ষে বিপদজ্জনক ঃ আমলাতন্ত্র ব্যক্তি স্বাধীনতার পক্ষে বিপদজ্জনক হয়ে পড়তে পারে। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় যতক্ষণ পর্যন্ত জনগণের শাসন থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তি স্বাধীনতা নিরাপদ থাকে। ল্যাস্কি বলেছেন, 'Bureaueracy is a system of government of the control of which of is so complete by in the hands of officials that their power ieopardises the liberties of ordinary citizens.

গ) রাজনৈতিক উপসংস্কৃতি বলতে আপনি কী বোঝেন ?

উত্তর ঃ- উত্তর ঃ - দল ব্যবস্থা বর্তমানে প্রতিনিধিমূলক শাসন ব্যবস্তার একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য এবং কার্যত রাজনীতিক দলের সাহায্যেই শাসন কার্য পরিচালিত হয়। এই দলীয় রাজনীতির উদ্ভব অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিকালের ঘটনা। অধ্যাপক ম্যাকাইভার বলেন, যে নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে কোন সংঘবদ্ধ জনসমাজ বৈধ উপায়ে শাসন ক্ষমতা দখল করতে চেষ্টা করলে তাকে রাজনীতিক দল বলে আধুনিক লেখকদের মধ্যে লাসওয়েল এর মতানুসারে রাজনীতিক দল হল এমন একটি সংগঠন যা নির্বাচনের কর্মসূচীর স্থির করে এবং প্রার্থী দাঁড় করায়।

রাজনৈতি কার্যবালী ঃ - রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তত্ত্বগত সাবেকী আলোচনায় রাজনৈতিক দলের কার্যাবলী গতানুগতিক প্রকৃতির। রাজনৈতিক দলের কার্যাবলী প্রতিনিধি নির্বাচন, রাজনীতিক ক্ষমতা দখল, সরকার পরিচালনা ও আনুসাঙ্গিক অন্যান্য কাজকর্মের সাথে সীমাবদ্ধ।

১) রাজনীতিক ব্যবস্থায় স্থায়িত্ব সংরক্ষণ ঃ-রাজনীতিক ব্যবস্থায় ঐক্যবদ্ধকরণ ও সংরক্ষণ রাজনীতিক দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসাবে পরিগণিত। রাজনীতিক দলের কার্য প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রাজনীতিক ব্যবস্থার সংহতি ও স্থায়িত্ব সংরক্ষিত এবং নিয়ন্ত্রিত হয়। রাজনীতিক দল সংকীর্ণ স্বার্থসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করে। ভৌগলিক দূরুহকে বিলুপ্ত করে, বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে প্রতিহত করে এবং এইভাবে জাতীয় ঐক্য সাধনের পথকে প্রশস্ত করে।

অধ্যাপক বল বলেছেন, - All political parties infederal systems emphasis the whiting of different Govt. Structure.

২) রাজনীতিক ক্ষেত্রে সংযোগ সাধন ঃ- আধুনিক কালের রাজনীতিক ব্যবস্থা রাজনীতিক দলের একটি গুরুত্বপূর্ন কাজ হল রাজনীতিক সংযোগ সাধন। রাজনীতিক দল সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে সংযোগ সৃষ্টি ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অনন্য ভুমিকা এবং নাগরিক অধিকার সম্পর্কে দল জনগণকে অবহিত ও সতর্ক করে। নিজ নিজ মতাদর্শ ও কর্মসূচীর পরিপ্রেক্ষিতে রাজনীতিক দল নির্বাচক মণ্ডলীকে শিক্ষিত ও সচেতন করে। অধ্যাপক বল বলেছেন, political parties provide a link between Govt and pepole. পরস্পর বিরোধী বিভিন্ন মতাদর্শ, কার্য প্রক্রিয়া ও কর্মসূচী সম্পর্কে রাজনীতিক দলগুলি যাবতীয় মতামত জনসাধারনের সামনে তুলে ধরে।

৩) স্বার্থের গ্রন্থিকরণ ও সমষ্টিবদ্ধকরণ ঃ– বর্তমানে রাজনৈতিক দলের আর একটি বড় দায়িত্ব হল স্বার্থের গ্রন্থিকরণ এবং সমষ্টিবদ্ধ করণ। রাজনীতিক দলগুলি বর্তমানে উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় স্বার্থের গ্রন্থিকরণ বা বিভিন্ন স্বার্থের প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে। অ্যালমণ্ড ও পাওয়েল এর অভিমত অনুসারে বিভিন্ন চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর দাবী-দাওয়াগুলিকে কার্যপ্রদ্ধতিতে রূপান্তরিত করা হয় স্বার্থের গ্রন্থিকরণ।

৪) রাজনীতিক ক্ষেত্রে নিয়োগ ঃ – রাজনীতিক নিয়োগ কথাটি এক্ষেত্রে বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। কাউকে রাজনীতি ক্ষেত্রে যেকোন ভুমিকায় নিয়ে আসা যুক্ত করাকেই বলা হয়েছে রাজনীতিক নিয়োগ। তবে রাজনীতিক দলই এক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য মাধ্যম সকল রাজনীতিক ব্যবস্থাতেই রাজনীতিক দলকে এই ভুমিকা পালন করতে হয়। উদারনৈতিক সমাজতান্ত্রিক নির্বিশেষে সকল রাজনীতিক ব্যবস্থায় রাজনীতিক দল রাজনীতিক নিয়োগের অন্যতম গুরুত্বপুর্ণ মাধ্যম হিসাবে কাজ করে।

৫) রাজনীতিক সামাজিকীকরণ ঃ- আধুনিক রাজনীতিক সামাজিকীকরণ রাজনীতিক দলের একটি উল্লেখযোগ্য কাজ হিসাবে বিবেচিত হয়। রাজনীতিক দল মাত্রই নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শ ও মূল্যবোধ থাকে। প্রতিটি রাজনীতিক দল হল বিশেষ একটি মতাদর্শ অনুযায়ী রাজনীতিক দল হিসাবে পরিচিত লাভ করে।

৬) নাগরিকদের রাজনীতিক অংশগ্রহণ ঃ-

উত্তর ঃ- রাজনীতিক দলের রাজনীতিক কার্যকলাপের সাথে জনগনকে সংযুক্ত করে। উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দলের এই পটভূমিকাটি অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ। রাজনীতিক দল জনসাধারণের সামনে বিভিন্ন রাজনৈতিক সমস্যা তুলে ধরে। রাজনীতিক বিষয়াদি বিচার বিশ্লেষন করে রাজনীতিক সমস্যাদি সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করে। সাধারণত নির্বাচনী কার্যকলাপকে কেন্দ্র করে জনসাধারণের রাজনীতিক অংশগ্রহনের সুযোগ সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। এই ভূমিকা সম্পাদনের মাধ্যমে রাজনীতিক দলগণতান্ত্রিক শাসনের স্বরূপ বজায় রাখে। অধ্যাপক ফাইনার বলেছেন, Democracy rests in its hopes and doubts upon the party system, There his political centre of gravity.

ঘ) শিক্ষার উপর রাজনীতির প্রভাবের বিবরণ দিন ঃ-

উত্তর ঃ- সমাজ জীবন শিক্ষার ভুমিকা বিভিন্ন দিক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অনেকের মতে ব্যক্তি মানুষের মানসিক উন্নতি সাধনই হল শিক্ষার উদ্দেশ্য।

শিক্ষার উপর আবার রাজনীতি নির্ভর করে। এখন শিক্ষিত ব্যক্তি কিভাবে রাজনীতিতে আত্মনিয়োগ করবে তা সম্পূর্ণ নির্ভর করে শিক্ষার উপর। সমাজবিজ্ঞানী হার্বার্ট স্পেনসর এর অভিমত অনুসারে শিক্ষার লক্ষ্য হল পরিপূর্ণ জীবনের সামগ্রিক স্বার্থে প্রয়োজনীয় সবকিছু সম্পূর্ণ করার জন্য শিক্ষার্থীকে যথাসম্ভব প্রস্তুত করে তোলা।

১) ত্রুটিবৃত্ত মনোবৃত্তির সংশোধন ঃ– শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য মনোভাব ও মানসিকতার ত্রুটি সমূহ সংশোধন করার কতা বলা হয়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন ভ্রান্ত মনোভাব ও অসামাজিক মনোবৃত্তি বর্তমান থাকে। এসবের সংশোধন করা দরকার। এক্ষেত্রে শিক্ষার ভুমিকা বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ।

২) রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ ঃ- শিক্ষা সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গকে রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণের কার্যকরী করে তোলে। এই কারনে শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যেই রাজনৈতিক কাজকর্মে আনুপাতিক অংশগ্রহণের হার অধিক হয়ে তাকে। অর্থাৎ রাজনীতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ এবং শিক্ষার মধ্যে একটি সার্থক সম্পর্ক বর্তমান। সমাজের শিক্ষিত ব্যক্তিরাই সাধারণত রাজনীতিক বিষয়ে মাথা ঘামান এবং সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহন করেন। অধিকতর যোগ্যতর ব্যক্তিরা সমগ্র সমাজ ও সমাজকর্মীদের স্বার্থে কার্যকর ও অর্থবহ ভুমিকা পালন করতে পারেন। সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গ শিক্ষার মাপকাঠিতে ও পদমর্যাদা পেয়ে তাকে। রাজনীতির ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ন ভুমিকা পালন করে থাকে।

৩) অধ্যাপক জোডের অভিমত ঃ– প্রকৃত প্রস্তাবে শিক্ষার উপর রাজনীতির উদ্দেশ্য হল বহুমুখী। শিক্ষার কিছু উদ্দেশ্য আছে যা প্রত্যক্ষ প্রকৃতির আবার কিছু উদ্দেশ্যে আজ চূড়ান্ত ধরণের। তেমনি শিক্ষার কিছু উদ্দেশ্য অন্তর্নিহিত এবং অপর প্রায়োগিক অধ্যাপক জোড় শিক্ষার উপর রাজনীতির তিনটি উদ্দেশ্যের উপর জোর দিয়েছেন।

ক) শিক্ষার্থীকে আদর্শ জীবন যাপনের উপযুক্ত করে তোলার উদ্দেশ্যে তার সুপ্ত গুণাবলী ও বৃত্তি সমূহকে বিকশিত করা।

খ) গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার যোগ্য নাগরিক হিসাবে তাকে উপযুক্ত করে তোলে।

গ) রাজনীতির মধ্যে দিয়ে শিক্ষা এমনভাবে বিস্তার করতে হবে যাতে প্রত্যেক মানুষ তা জ্ঞানার্জন করেতে সক্ষম হয়।

৪) শিক্ষা ও রাজনীতি ঃ - এদিকে থেকে বিচার করলে বলা যায় শিক্ষা ও রাজনীতি একে অপরদিকে বাদ দিলে না। কারণ বেশিরবাগ শিক্ষিত ব্যক্তিরাই রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে থাকে। বিভিন্ন স্থল, কলেজ, ও প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিরা রাজনীতিকে পরিচালিত করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে রাজনীতি করতে গেলে শিক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। তা দরকার হয় শিক্ষা থেকে। অর্থাৎ তার মধ্যে কতটা জ্ঞান আছে।

পরিশেষে একথা বলা যায় যে, সমাজের সদস্যদের মধ্যে শিক্ষা আত্মবিশ্বাস ও বিচার বিবেচনার ক্ষমতা জাগ্রত করে। সমাজ জীবনে ব্যক্তি মানুষের ব্যক্তিত্বের মধ্যে এই নিজসত্ত্বার চেতনা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার উপর রাজনীতির ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা ও রাজনীতি একে অপরের উপর নির্ভরশীল। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

ঘ) শিক্ষার সংকীর্ণ ও ব্যাপক অর্থ বলতে কী বোঝায় ?

উত্তর ঃ - শিক্ষা সম্বন্ধে বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর বক্তব্যকে প্রতিয়মান হয় যে, শিক্ষা কথাটি দু'ধরনের অর্থে ব্যবহৃত করা হয়। ব্যাপক ও সংকীর্ণ অর্থ। ব্যাপক অর্থে শিক্ষা কোন সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞানকে বোঝায় না। এই শিক্ষা কোন নিয়মের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। নির্দিষ্ট পাঠ্য তালিকার সাথে যুক্ত নয়। ব্যাপক অর্থে শিক্ষা সামাজিক জীবন ধারার সাথে যুক্ত থাকে এবং সামগ্রিক সামাজিক পরিবেশ ও বিভিন্ন নির্দিষ্ট সামাজিক পরিবেশে উভয়ের প্রভাবের সমন্বয়ে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সাধনকে বোঝায়।

সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা হল, শিক্ষায়তনের নির্দিষ্ট পর্যায়ক্রমের ভিত্তিতে লব্ধ জ্ঞান, নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম। পঠন-পাঠন, প্রশ্ন পত্র প্রস্তুতি। সফল ছাত্রকে স্বীকৃত প্রদান ইত্যাদি সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষার সাথে যুক্ত। আধুনিক সমাজে এই ধরনের শিক্ষাদানের জন্য নানা স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকে। যেমন কলেজ, বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি। এই প্রতিষ্ঠানগুলির নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ উদ্দেশ্য থাকে। সংকীর্ণ শিক্ষার উদ্দেশ্য হল, ব্যক্তির বিশেষ কোন বিষয় সংক্রান্ত ক্ষমতা ও সুপ্ত গুণাবলী প্রকাশ করা। আদিম সমাজে আনুষ্ঠানিক বা সংকীর্ণ শিক্ষা ছিল না। শিক্ষা ব্যাপক অর্থে প্রচলিত ছিল। পরবর্তীকালে জটিল সমাজে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়েছে। শিল্পায়ন, নগরায়ন ও আধুনিকীকরণের ফলে আনুষ্ঠানিক সংকীর্ণ শিক্ষার ব্যাপক প্রচলন ঘটেছে।

Edition 2017